আত্মনির্ভর ভারত

আত্মনির্ভর ভারত

সুব্রত চট্টোপাধ্যায়

প্রকাশক ঃ শঙ্খনাদ প্রকাশন
৪ডি, উমেশ দত্ত লেন
কলকাতা - ৬

প্রকাশকাল ঃ রাখি পূর্ণিমা, ২০২০

মুদ্রক ঃ ইন্টারন্যাশানাল প্রিন্টিং
৬০, হরি ঘোষ স্ট্রীট
কলকাতা -৬

সহযোগ রাশি ঃ কুড়ি টাকা মাত্র

ভূমিকা

আমি কোন লেখক বা সাহিত্যিক নই আর এই ছোট পুস্তিকায় ছাপান লেখাটাও ছাপাবার জন্য লেখা নয়। আজকের এই করোনা পরিস্থিতিতে ঘরে বসে আমার মুঠো ফোন দেখতে দেখতে হঠাৎ কারোর পাঠান একটি ভয়েস রেকর্ড পেলাম। কৌতুহল নিয়ে কি আছে দেখার জন্য শুনতে শুরু করলাম আর সত্যি বলতে কি শোনার পর মনে হল এই কণ্ঠস্বরটা তো চেনা চেনা লাগছে। খুঁজে পেলাম কণ্ঠস্বরের মালিককে। ফোন করে বললাম "ভাই, কর্মীদের উদ্দেশ্যে তোমার দেওয়া ভার্চুয়াল মিটিং এর ভাষণটা শুনলাম, আমার একটা অনুরোধ, এটাকে নিয়ে ছোট একটা পুস্তিকা তৈরী কর। অনুরোধটা যে উল্টে আমার দিকেই- "আপনি করে দিন-আমার সময় নেই" বলে ফিরে আসতে পারে ভাবতে পারি নি।

কর্মীদের উদ্দেশ্যে দেওয়া এই ভাষণে প্রধানমন্ত্রীর আত্মনির্ভর ভারতের যে কল্পনা তারই প্রতিধ্বনি করা হয়েছে। স্বাধীনতার ৭৩ বছর পরে এখনও আমাদের আত্মনির্ভরতার কথা ভাবতে হচ্ছে, বলতে হচ্ছে, ভাবাতে হচ্ছে। কথায় বলে Late is better then Never, দেরীতে হলেও আত্মনির্ভরতার যে ভাবনা, বর্তমান সময়ের চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন ও তার প্রয়োগের জন্য পদক্ষেপ করেছেন অনেক তথ্যও উদাহরণ সহ সেটাই এই পুস্তিকায় বলা হয়েছে।

সুলেখক ও সুবক্তা শ্রী সুব্রত চট্টোপাধ্যায় ইতিমধ্যে কয়েকটি বাংলা ও হিন্দি পুস্তকের রচনা করেছেন যা পাঠক মহলে যথেষ্ট সমাদৃত। এই পুস্তক 'আত্মনির্ভর ভারত' গড়ার কাজে আমাদের তথ্য সমৃদ্ধ করবে। সেই সঙ্গে গ্রাম বাংলায় আত্মনির্ভর ভারতের সপক্ষে যে কার্যকর্তারা জনমত গড়ে তুলবেন তাদেরও 'শব্দ অস্ত্র' যোগাবে বলে আমার অভিমত।

সময় উপযোগী এই লেখাটি আত্মনির্ভর ভারতের পথে আমাদের গ্রাম, শহর, জেলার উদ্যোমী মানুষদের উৎসাহ যোগাবে। আমাদের সমস্ত কার্যকর্তাদের অনুরোধ তারা যেন উদ্যোমী মানুষদের পাশে দাড়িয়ে এই কাজ করার উৎসাহ দেন। রাষ্ট্রসেবার এই মহান আয়োজনে প্রত্যেকের অবদান ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। কেন্দ্রীয় সরকারের স্কীম অনুযায়ী হকার, ঠেলাওয়ালা, সবজি, ফল বিক্রেতা মানুষও ব্যাঙ্ক লোন পাওয়ায় অধিকারী। তাদের আত্মনির্ভর হবার পথে সাহায্য করার কাজকে দেশ সেবা, রাষ্ট্র সেবার কাজ হিসেবে আমাদের প্রত্যেককে দেখতে হবে।

বর্ধমানের শ্রী অভিজিত তা একবার মাত্র অনুরোধেই পুরো ভাষণটা শুনে শুনে লিপিবদ্ধ করেছেন তার জন্য তাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

কিংশুক পল্লব বিশ্বাস

(কর্ম সংস্থান উপদেষ্টা)

আজকে সমগ্র পৃথিবী একটা সঙ্কট জনক পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। সমগ্র মানব সভ্যতা আজকে একটা অদৃশ্য শত্রুর আক্রমণে তটস্থ হয়ে গেছে। আতঙ্কিত হয়ে আছে গোটা বিশ্ব। কীভাবে, কাকে, কখন করোনা আক্রমণ করবে আর তার কি পরিণতি হবে তা কেউ জানে না। পৃথিবীর সভ্য দেশ যারা নিজেদের উন্নত দেশ বলে দাবি করে, যাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আবিষ্কার বিশ্বসেরা তারাই করোনার সাথে লড়াই করে উঠতে পারে নি। পঁচিশ কোটির দেশে দেড় লক্ষ জনতার মৃত্যু হয়েছে। আট কোটির দেশে চল্লিশ পঞ্চাশ হাজার মানুষের মৃত্যু হয়েছে। সেখানে ভারতবর্ষ ১৪০ কোটির দেশে আমাদের প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে করোনার বিরুদ্ধে লড়ছে। একটা বিকট পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, কিন্তু যখন মানুষের প্রয়োজন হয়, যখন মানুষের সব পথ বন্ধ হয়ে যায় তখন মানুষ বিকল্প পথ খুঁজে নেয়।

আজকে আমরা কর্মীদের কাছে পৌঁছাবার জন্য, সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছাবার জন্য বিকল্প পথ খুঁজে নিয়েছি। করোনার আক্রমণে আমরা বেরোতে পারছি না, মুখ ঢেকে রাখতে হচ্ছে, স্পর্শ এড়িয়ে যেতে হচ্ছে, মানুষে মানুষে অবিশ্বাস তৈরি হচ্ছে। বাবা বাইরে থেকে ফিরলে মা বলছে, নিজেকে আগে স্যানিটাইজড করো, তারপর বাচ্ছার গায়ে হাত দেবে। আজকে এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে সংগঠনের কাজকে সফল ভাবে চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য, কুশলতার সঙ্গে পরিচালনা করার জন্য আমরা একটি ভার্চুয়াল প্লাটফর্ম খুঁজে নিয়েছি। ভার্চুয়াল শব্দের ডিকশনারিগত অর্থ অপার্থিব। যাকে ধরা যায় না, ছোঁয়া যায় না, স্পর্শ করা যায় না, অনুভব করতে হয়। সেই অপার্থিব বিষয় ভার্চুয়ালের ব্যবহার আমরা করছি, ভার্চুয়াল ভিডিও কনফারেন্সিং করছি, অডিও কনফারেন্সিং করছি। তার মাধ্যমে আমরা কর্মীদের কাছে পৌঁছাবার চেষ্টা করছি। আপনারা নিজেরাও করেছেন, কর্মীদের কাছে সহজে পৌঁছনোর জন্য আমরা ভার্চুয়াল প্লাটফর্ম ব্যবহার করছি। অসুবিধা হচ্ছে, নতুন প্রয়োগ তাই এই ভার্চুয়াল প্লাটফর্মের সাথে মানিয়ে নিতে একটু সময় লাগবে, কিন্তু এছাড়া দ্বিতীয় কোনো উপায় নেই। আগামী কয়েক মাস আমাদের মিটিং র‍্যালি, কনফারেন্স, ভার্চুয়ালের মাধ্যমেই সবকিছু করতে হবে। হয়তো আগামী কিছুদিন আপনি ব্রিগেডও করতে পারবেন না। আগামী অনির্দিষ্টকালের জন্য আপনি ব্রিগেড সমাবেশ করবেন, শহীদ মিনারে ডাক দেবেন, ট্রেনে করে হাজার হাজার লোক নিয়ে আসবেন, প্রধানমন্ত্রী আসবেন, আমরা হাজার হাজার লোকের সমাবেশ করব, লাখো লোকের সমাবেশ করব, এ দিন কবে ফিরবে আমরা জানি না। তার জন্য বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে আমরা প্রত্যেক জেলার কাছে ভার্চুয়াল প্লাটফর্ম দিয়ে দিয়েছি। সেই ভার্চুয়াল যে প্লাটফর্ম ব্যবহার করছি তার মাধ্যমে এক হাজার মানুষের সঙ্গে একসাথে কথা বলতে পারব, অন্যের উপর নির্ভর না করে, অন্য কারোর উপর নির্ভর না করে আমরা আমাদের নিজেদের ব্যবস্থা করে নিয়েছি। এটা হচ্ছে আত্মনির্ভরতার অন্যতম সহজ উদাহরণ, অন্যতম সহজ পাঠ।

একজন ব্যক্তির জীবন থেকে যদি আপনি শুরু করেন, তবে দেখবেন সবাই স্বনির্ভর হতে চায়। সব বাবা মা চায় ছেলে মেয়েরা আত্মনির্ভর হোক। কোনো ব্যক্তি যদি অন্যের উপর নির্ভর না করে নিজের কাজ নিজের বুদ্ধি দিয়ে, নিজের পরিশ্রম দিয়ে, নিজের নিষ্ঠা দিয়ে নিজের জীবন গঠন করে, জীবন যাপন করে, এই চেষ্টা করার নাম হল আত্মনির্ভরতা, এই স্বয়ং সম্পূর্ণতার নাম হল আত্মনির্ভরতা।

সব মানুষ চায় আত্মনির্ভরতা। আত্মনির্ভর মানুষ অন্যের দয়ার উপর নির্ভর করে না। অন্যের টাকায় যদি আপনার সংসার চলে তাহলে অন্যের নির্দেশ আপনাকে শুনতে হবে। কিন্তু আপনার সংসার যদি আপনার নিজের উপার্জনে চলে, তাহলে আপনি অন্যের উপর নির্ভর না করে, অন্যের দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে, নিজের পারিবারিক জীবন নিজের সিদ্ধান্তে চালাতে পারেন। এর নাম হল আত্মনির্ভরতা। যেমন ব্যক্তি জীবনে আত্মনির্ভর হওয়া দরকার আছে, ঠিক সেরকমই রাষ্ট্রের জীবনেও আত্মনির্ভর হওয়া প্রয়োজন অন্যথায় রাষ্ট্রের ইচ্ছা অনিচ্ছার দাম থাকে না। পাকিস্তানের ইচ্ছা অনিচ্ছার কোনো দাম নেই। পাকিস্তানের ইচ্ছা অনিচ্ছা নির্ভর করে চীন অথবা আমেরিকার ইচ্ছা অনিচ্ছার উপর। কারণ পাকিস্তান চলে আমেরিকা-চীনের টাকায়। পাকিস্তানের কোনো সিদ্ধান্তের মর্যাদা নেই, কোনো সিদ্ধান্তের দাম নেই। ওদের বাজেটের অনেকটা আসে বিদেশ থেকে। সেইজন্য পাকিস্তানের ইচ্ছা অনিচ্ছার, নীতির কোনো দাম নেই। যতক্ষণ না তাদের ইচ্ছা হবে ততক্ষণ পাকিস্তানে কোনো প্রকল্প রূপায়িত হবে না।

আত্মনির্ভরতা কিন্তু আমাদের ছিল। আত্মনির্ভর রাষ্ট্রে আমরা ছিলাম। আত্মনির্ভর রাষ্ট্র হিসাবে ভারতবর্ষের কোনো বিকল্প হয় না। ভারতবর্ষ চিরজীবন আত্মনির্ভর ছিল।

বিশ্ববিখ্যাত অর্থনীতিবিদ Angus Maddison এর একটা বিখ্যাত গ্রন্থ "The World Economy, Historical Statistics" সেখানে উনি দেখাচ্ছেন, প্রথম শতাব্দী থেকে আঠারোশ শতাব্দী পর্যন্ত, তখন জিডিপি নির্ধারিত হতো না। কিন্তু উনি বিভিন্ন বিষয়, লোকসংখ্যা, লোকের জীবনের মান, উৎপাদনের পরিমাণ বিশ্লেষণ করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে এই আঠারোশ সালে ভারতবর্ষে যা জিডিপি ছিল পৃথিবীর কোনো দেশ তার ধারে কাছে ছিল না। ১৭৫৭ সাল যেদিন ইংরেজের কাছে আমাদের ভরাডুবি হলো, যেদিন ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির নামে ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হলো স্থায়ীভাবে, সেদিন থেকে ভারতবর্ষের উপর শোষণ শুরু হলো। ভারতবর্ষের শিল্প, সংস্কৃতি, ভারতবর্ষের ছোট ছোট কুটির শিল্প, ভারতবর্ষের কৃষি সমস্ত কিছুকে ধ্বংস করার চক্রান্ত শুরু হলো। এখান থেকে সম্পদ লুন্ঠন করে নিয়ে গিয়ে গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স, পর্তুগাল নিজেদের দেশকে ধনী করলো। আজকে এই দেশগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখুন, গত সত্তর আশি বছর আমাদের চুরি করা সম্পদে এদের চলেছে। আমাদের এখান থেকে লুটে নিয়ে যাওয়া সম্পদের পরিমাণ আপনি INTERNET সার্চ করলে জানতে পারবেন

ভারতবর্ষের থেকে গ্রেট ব্রিটেন কত টাকা লুণ্ঠন করেছে ২০০ বছরের শাসনে। ১৭৫৭ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত কতো ট্রিলিয়ন ডলার লুণ্ঠন করে নিয়ে গেছে। সেই টাকায় তারা দীর্ঘদিন চালিয়েছে। আজকে যখন তাদের লুণ্ঠন শেষ হয়ে গেছে, আর কোথাও লোটার জায়গা নেই, তাদের অর্থনীতি ভেঙে পড়েছে। আজকে গ্রিসকে ভিক্ষার পাত্র নিয়ে বিভিন্ন দেশে দেশে যেতে হচ্ছে। ইউরোপের বিভিন্ন দেশ অর্থনৈতিক ভাবে ধুঁকছে। আমেরিকা ভাবছে কিভাবে সামাল দেবে এই করোনা পরিস্থিতি। তারা ভাবছে কি করে ভেঙ্গেপড়া অর্থনীতিকে সামাল দেবে, সেখানে ভারতবর্ষকে দেখুন। ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী এই কঠিন পরিস্থিতিতেও ২০ লক্ষ কোটি টাকার প্যাকেজ ঘোষণা করেছেন করোনা পরিস্থিতি সামাল দিতে । যে টাকা উনি ঘোষণা করেছেন সেটা পৃথিবীর বহু দেশের সারা বছরের বাজেটের থেকেও বেশি। আমরা স্বনির্ভর ভারতের সম্পর্কে চর্চা করতে শুরু করেছি। স্বনির্ভরতার অনেক অর্থ হয়। বিভিন্ন ব্যক্তি, বিভিন্ন ভাবে তার অর্থ করেন। যার যেমন চিন্তন সে তেমন অর্থ করে। ভারতবর্ষ অর্থনৈতিক ভাবে স্বনির্ভর ছিল। আমাদের প্রিয় প্রধানমন্ত্রী আহ্বান করেছেন যে ভারতবর্ষকে আবার স্বনির্ভর করতে হবে। আমাদের দেশ পুরোপুরি স্বনির্ভর ছিল, তার উদাহরণ আপনি দেখতে পাবেন কোন বড়ো গ্রামে গিয়ে। দেখুন ওখানে ব্রাহ্মণ পাড়া আছে, কায়স্থ পাড়া আছে, তাঁতি পাড়া আছে, চাষী পাড়া, কামার, কুমোর, নাপিত, জেলে, বৈদ্য সব পাড়া আছে। একটা গ্রামে যা যা প্রয়োজন, সবকিছু ওই গ্রামেই তৈরী করা হতো। গ্রাম স্বয়ং সম্পূর্ণ ছিল। গ্রামের প্রয়োজনীয় জিনিষ গ্রামেই উৎপাদন হতো। সেইসময় গ্রামগুলি আত্মনির্ভর ছিল কিন্তু তারা কখনও আত্মকেন্দ্রিক হবার কল্পনাও করে নি। গ্রামগুলি পরস্পরের সাথে আত্মিক সম্পর্কে যুক্ত ছিল। নিজেদের মধ্যে তারা পণ্য আদান প্রদান করত। একটা উদাহরণ দেখুন - সারা দেশে গরুরগাড়ী চাকার মাপ একই ছিল, কোনও ছোট-বড় ছিল না। তখন তো কোনও কেন্দ্রীয় কারাখানা ছিল না, কি ভাবে সমস্ত দেশে চাকার মাপ এক রাখা সম্ভব হয়েছিল। আজকের পদ্ধতি হচ্ছে এক জায়গায় উৎপাদন হয়, গোটা ভারতবর্ষ তা ভোগ করে। একটা কারখানায় উৎপাদন হয় গোটা বিশ্ব তা ভোগ করে। অর্থনীতি কেন্দ্রীভূত হয়ে গিয়েছে। আগে কেন্দ্রীভূত অর্থনীতি ছিল না। আমাদের দেশ ছিল বিকেন্দ্রীত অর্থনীতির দেশ। আরবদের আক্রমণ যখন শুরু হলো, তখন পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশ ইসলামের কাছে নতি স্বীকার করে নিলো। কোনো দেশ ইসলামের ঝড়কে সামলাতে পারে নি। কিন্তু ইসলামের অতো বড়ো তরী ভারতবর্ষে এসে ডুবে গেল কেন? তার অন্যতম প্রধান কারণ ছিল বিকেন্দ্রীত অর্থনীতি, স্বনির্ভর অর্থনীতি। সরকারের উপর নির্ভর করতো না, প্রজারা রাজার উপর নির্ভর করে চলতো না। প্রতিটি গ্রাম ছিল স্বনির্ভর। নিজেদের জিনিস নিজেরা তৈরি করে নিত। নিজেরাই নিজেদের প্রয়োজন মিটিয়ে নিতো।

ডঃ প্রফুল্ল চন্দ্র রায় আত্মনির্ভর ভারতবর্ষ গড়ার লক্ষ্যে বেঙ্গল কেমিক্যাল তৈরি করেছিলেন। উনি বহু শাস্ত্র ঘেটেছেন, আর শাস্ত্র ঘেঁটে উনি লিখেছিলেন 'THE HISTORY OF HINDU CHEMISTRY'।

ওখানে উনি লিখেছেন, প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞান সাধনা যে মানের ছিল, প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞান সাধনা যে জায়গায় পৌঁছেছিল আজকে পৃথিবী সেই জায়গায়, সেই পর্যায়ে পৌঁছায়নি। উদাহরণ দেখুন, আপনারা জানেন যে কুতুব মিনারের পাশে একটা লৌহ স্তম্ভ পনেরশো বছর ধরে রোদ, জল, ঝড়, বৃষ্টি, তুফান সব কিছু সহ্য করে দাঁড়িয়ে, আজকেও তার গায়ে এতটুকু মরচে পরে নি। এক বিন্দু মরচে সেই লোহার গায়ে পরে নি কিন্তু তখন কোন টেকনোলজি প্রয়োগ করা হতো? তখন কি টাটা ছিল? ভিলাই, দুর্গাপুর ছিল? কোন টেকনোলজি প্রয়োগ হতো যে পনেরশো বছর ধরে তাতে মরচে পরছে না। সেই লোহা তৈরি হতো ভারতবর্ষের ঘরে ঘরে, গ্রামে গ্রামে। আপনারা মাইকেল ফ্যারাডের নাম শুনেছেন, যিনি জেনারেটর আবিস্কার করেছেন। মাইকেল ফ্যারাডে চেষ্টা করেছেন যে ভারতবর্ষে যে মানের লোহা, ইস্পাত তৈরি হয়, তেমন ইস্পাত তৈরী করার। সেই ইস্পাত আজকের বিজ্ঞান, আজকের পৃথিবীও আবিষ্কার করতে পারে নি। আত্মনির্ভরতার উদাহরণ দেখুন, গ্রামে গ্রামে ছোট ছোট কামারশালায় কি ধরনের টেকনোলজি প্রয়োগ করা হতো যে তাতে এতো উন্নত মানের লোহা তৈরি হতো। পৃথিবীর বড়ো বড়ো বীর যোদ্ধারা চাইতেন ভারতবর্ষ থেকে তলোয়ার নিয়ে আসতে। যে তলোয়ারে মরচে পরে না, যে তলোয়ারে ধার দিতে হয় না। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ভারতবর্ষ এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল সেই সময়। ভারতবর্ষের বিজ্ঞানী নাগার্জুন, যাকে আমরা বলি ঋষি, বিজ্ঞানীদের আমরা ঋষি বলতাম। সেই ঋষি নাগার্জুন বিজ্ঞানকে এমন জায়গায় পৌঁছেছিলেন যে অন্য বস্তুকে সোনায় রূপান্তরিত করতে পারতেন, বিশেষ করে পারদকে। আপনারা জানেন কোনো বস্তুর অবস্থা নির্ভর করে তার ভিতরের ইলেকট্রন প্রোটনের বিন্যাসের উপরে। ইলেকট্রন প্রোটনের বিন্যাসের যদি পরিবর্তন করে দেওয়া হয়, তাহলে বস্তুর পরিবর্তন হয়। নাগার্জুন দেখিয়েছেন সোনার মধ্যে যে ইলেকট্রন প্রোটনের বিন্যাস আছে সেখানে মাত্র একভাগের তফাৎ আছে পারার মধ্যে। সুতরাং পারদ থেকে ইলেকট্রন প্রোটনের বিন্যাসের পরিবর্তন করে সোনা তৈরি করা সহজ ছিল। ভারতবর্ষের বিজ্ঞান এতই উন্নত ছিল। সেই বিজ্ঞানের ছোট ছোট জায়গায় প্রয়োগ হতো। বৃহৎ জায়গায় নয়, গ্রামের মধ্যে ছোট ছোট কুটিরে তার প্রয়োগ হতো। আজকে আমাদের প্রধানমন্ত্রী আত্মনির্ভর হওয়ার ডাক দিয়েছেন। আজকে আত্মনির্ভর ভারতের জন্য উনি দিয়েছেন ২০ লক্ষ কোটি টাকা। উনি দশ হাজার টাকা করে দিয়েছেন ঠ্যালাওয়ালা, ফুচকাওয়ালা, যারা রাস্তায় সব্জি বিক্রি করে তাদের জন্য। তারা আত্মসম্মানের সাথে বাঁচবে। তাদের মহাজনের কাছে ধার নিতে হবে না। মহাজনের কাছে মুখ লুকিয়ে

থাকতে হবে না। তারা নিজের অর্থে নিজের ব্যবসাকে দাঁড় করাবে। স্বাভিমান বোধ জাগ্রত হবে।

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন, নতুন ভারত বেরুক লাঙ্গল ধরে, চাষার কুটির ভেদ করে, জেলে, মুচি মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হতে। বেরুক মুদির দোকান থেকে, ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে। বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে। বেরুক ঝোপ জঙ্গল পাহাড়, পর্বত থেকে। আজকে আমাদের প্রিয় আর একজন নরেন, আমাদের প্রধানমন্ত্রী দেখুন ওই একইভাবে চাষীদের অনুদান দিচ্ছেন। তাকে আর আত্মহত্যা করতে হবেনা। তার আত্মবিশ্বাস জাগিয়েছেন। আমাদের রাজ্য নিতে পারে নি সেটা স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু আত্মবিশ্বাস জাগানোর জন্য আহ্বান করেছেন। সাধারণ মানুষ কে দিয়েছেন, কামারশালা কে দিয়েছেন, ঠেলাওয়ালা কে দিয়েছেন। আগামী ভারত, নতুন ভারত, আত্মনির্ভর ভারত তৈরি করবার জন্য দিয়েছেন। এই আত্মনির্ভর ভারত তৈরি করার কথা আজকে নতুন নয়। আমাদের প্রধানমন্ত্রী আজকে বলছেন তা নয়, স্বামী বিবেকানন্দ আত্মনির্ভর ভারতের কথা বলেছেন, বহুবার বলেছেন। স্বামী বিবেকানন্দ তার জীবনের প্রতিটা পদক্ষেপে আত্মনির্ভরতার কথা বলেছেন। ছাত্র জীবনে সাবলম্বী হওয়ার কথা বলেছেন। শক্তির অনুশীলন করার কথা বলেছেন। যে দুর্লভ গুণাবলী মানুষ ছাত্র জীবনে অর্জন করে তার মধ্যে অন্যতম হলো আত্মনির্ভরতা। আগের দিনে রাজার ছেলে ঋষির আশ্রমে আসত আত্মনির্ভর হওয়ার জন্য। তাকে সব করতে হত। রাজার সন্তান হয়েও তাকে গো পালন থেকে শুরু করে, কৃষি কাজ, পরিছন্নতা সব কাজ শিখতে হত। তাকে আত্মনির্ভরতার পাঠ দেওয়া হত। এখানে থাকার সময় রাজপুত্র সমাজের সমস্ত স্তরের মানুষের সাথে পরিচিত হত, সাধারণ মানুষের দুঃখ, কষ্ট, অসুবিধার কথা জানতে পারত, পরবর্তীকালে রাজা হলে সমাজের সেই দুর্বলতাগুলি দূর করার মত মানসিকতার নির্মাণ হত। প্রাচীন শাস্ত্রে একটা শ্লোক আছে,

'অগ্রত: চতুরো বেদা:
পৃষ্ঠত: সশরং ধনু:।
ইদং শাস্ত্রং ইদং শস্ত্রং
শাপাদপি শরাদপি।'

আমার সামনে চারটে বেদ আছে, পিঠে তীর ভর্তি ধনুর্বান আছে। ইদম শাস্ত্রম ইদম শস্ত্রম অর্থাৎ এটা হলো শাস্ত্র আর ওটা হলো শস্ত্র বা অস্ত্র। তুমি যেভাবে চাও আমি তোমার সাথে মোকাবিলা করব। তুমি যদি যুক্তি তর্কে আমার সাথে বসতে চাও আমি যুক্তি তর্কে তার মোকাবিলা করব আর তুমি যদি লড়াই চাও, শস্ত্র চাও, অস্ত্র চাও তোমার সাথে আমি লড়াই করব। এ হলো সাবলম্বনের একটি আদর্শ উদাহরণ। সাবলম্বী মানুষ সব চ্যালেঞ্জ একসেপ্ট করতে পারে। চ্যালেঞ্জ একসেপ্ট করা কাকে বলে। আপনারা

যারা তাস খেলেছেন তারা জানেন টোয়েনটি নাইন বলে একটা খেলা আছে। সেই খেলায় একজন ডাক দেয় আঠার, উনিশ, যার দম নেই সে বলে পাশ। আর যার দম আছে সে বলে আছি, আঠার... আছি, উনিশ...আছি, কুড়ি... আছি। তুমি যেখানে বলবে আমি সেখানে আছি। সে জানে তার হাতে কি আছে, সে আত্মনির্ভর কিনা? ওই জন্য চ্যালেঞ্জ একসেপ্ট করে বলছে আছি, উত্তর দিচ্ছে আছি। ভারতবর্ষ গোটা বিশ্বে চ্যালেঞ্জ একসেপ্ট করেছে। আমাদের প্রধানমন্ত্রী কিন্তু বিদেশি দ্রব্য বর্জন করতে বলেন নি।

প্রধানমন্ত্রী স্বনির্ভরতার কথা বলেছেন। উনি একবারও বলেন নি বয়কটের কথা। ১৯০৫ সালে আমরা বয়কট করেছিলাম, স্বদেশী দ্রব্য গ্রহণ এবং বিদেশি জিনিস বর্জনের কথা আমরা বলেছিলাম। কিন্তু নেওয়ার মতো সেরকম স্বদেশী জিনিস বাজারে তখন ছিল না। তার কারণ ইংরেজদের কুটিল চক্রান্তে আমাদের সমস্ত স্বদেশী উৎপাদন শেষ হয়ে গিয়েছিল। আমাদের হাতে কোনো স্বদেশী দ্রব্য মানুষকে দেওয়ার মতো ছিলো না। সে সময় সমস্ত কিছু বিদেশ থেকে আনতে হতো। আর তার জন্য গান লেখা হয়েছিল .... 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়, মাথায় তুলে নে রে ভাই, দীনদুখিনি মা যে তোদের তার বেশি আর সাধ্য নাই, ঐ মোটা সুতোর সাথে মায়ের অপার স্নেহ দেখতে পাই, আমরা এমনি পাষাণ, তাই ফেলে ওই পরের দোরে ভিক্ষে চাই'।

আজকে আর সেই পরিস্থিতি নেই। আপনারা করোনা পরিস্থিতিতেও দেখেছেন, আমরা কোন সংস্কৃতির পরিচয় দিয়েছি। প্রধানমন্ত্রী তাঁর প্রথম ভাষণে বলেছিলেন 'প্রকৃতি, বিকৃতি আর সংস্কৃতির কথা। তার ব্যাখ্যাও করেছিলেন। প্রকৃতি হলো যে নিজে রোজগার করে নিজে খায়। বেশিরভাগ মানুষ তাই করে, নিজে উপায় করে নিজে খায়। জীবজগতের সব প্রাণীও সেটাই করে, নিজের খাবার নিজেই জোগাড় করে নেয়। আর বিকৃতি কোনটা? যে নিজে কিছু করে না অন্যের ছিনিয়ে নিয়ে খায়, অন্যের কেড়ে খায় এরই নাম বিকৃতি। অন্যদিকে সংস্কৃতি হলো যে নিজের খাবার অন্যের সাথে ভাগ করে খায়। আমরা আমাদের সংস্কৃতির পরিচয় দিয়েছি পৃথিবীর কাছে। প্রয়োজনীয় ক্লোরোকুইন আমরা সমগ্র বিশ্বের কাছে পাঠিয়েছি। আমরা বিশ্বের বেশিরভাগ দেশেই নিখরচায় ক্লোরোকুইন দিয়েছি, করোনা মোকাবিলা করার জন্য। আমাদের দেশে আগে কোনো পিপিই কিট তৈরি হতো না। কিন্তু স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে ভারতবর্ষে এখন পিপিই কিট তৈরি করে নেওয়া হচ্ছে এবং বিদেশে সরবরাহ করা হচ্ছে। এটা হলো স্বনির্ভরতার উদাহরণ। প্রধানমন্ত্রী প্রতিটি ক্ষেত্রে স্বনির্ভর হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। আর তার জন্য উনি দরাজ হস্ত হয়েছেন। উনি MSME মাধ্যমে তিন লক্ষ কোটি টাকা দিয়েছেন। তাদের মাধ্যমে ছোট ছোট ব্যবসায়ীদের, ছোট ছোট শিল্পপতিদের, ছোট ছোট শিল্পকে মজবুত করার কথা বলেছেন। যে শিল্পের মাধ্যমে দশ জন, বিশ জন যারা গ্রামের মজদুর, তারা ওখানে কাজ পাবে। এর মাধ্যমে অর্থনীতিকে শক্তিশালী করার কথা বলেছেন। যতক্ষণ

না সাধারণ মানুষের কাছে পয়সা যাবে অর্থনীতি শক্তিশালী হবে না। একশ্রেণীর মানুষের হাতে পয়সা থাকবে আর এক শ্রেণী বঞ্চিত হবে, সেই ধরনের অর্থনীতি কখনও শক্তিশালী নয়, সেটা হলো দুর্বল অর্থনীতি। যখন সমস্ত মানুষের হাতে অর্থ পৌঁছাবে তখনই শক্তিশালী অর্থনীতি হবে। বন্টন ব্যবস্থা ভালো হবে। আপনি খাচ্ছেন, রোগা হয়ে যাচ্ছেন, আপনি খাচ্ছেন অথচ অসুস্থ হয়ে পড়ছেন। তার মানে আপনার পেট নিতে পারছে না। হজম করতে পারছে না, সমস্ত শরীরকে শক্তি দিতে পারছে না। কিন্তু যখন খেয়ে আপনার ঠিকমতো হজম হবে, শরীর গ্রহণ করবে আর সমস্ত শরীরকে শক্তি সঞ্চারিত করবে, তখনই শরীর সবল হবে। ঠিক সেরকমই দেশের অর্থনীতি। যদি একজায়গায় অর্থ জমে যায় তবে দেশ দুর্বল হবে। বন্টন ব্যবস্থা যদি সমান না হয়, সঠিক না হয়, যদি নির্দিষ্ট লোকের কাছে সহায়তা না পৌঁছায় তাহলে অর্থনীতি দুর্বল হয়ে যায়, দেশ দুর্বল হয়।

আমরা জানি চানক্যের নাম। উনি অর্থনীতি সম্পর্কে, শ্রমজীবি মানুষের সম্পর্কে অসাধারণ কথা বলেছিলেন। "যতো মানুষ ততো শ্রম, যত শ্রম ততই শ্রী, তত বৈভব।" আমাদের যদি বৈভবশালী রাষ্ট্র নির্মাণ করতে হয় তবে আমাদের যে জনশক্তি আছে, তাকে কাজে লাগাতে হবে। আমাদের বিশাল জনশক্তি আছে। আমাদের যে উদ্ভাবনী ক্ষমতা আছে তা দিয়ে অনেক সমস্যার সমাধান করতে পারি। অনেকে বলেন আমরা যদি বিশ্ব থেকে মুখ ফিরিয়ে নি তবে কিভাবে বাঁচব? প্রধানমন্ত্রী আত্মনির্ভর হওয়ার কথা বলেছেন, আত্মকেন্দ্রিক হওয়ার কথা বলেন নি। আত্মনির্ভরতা মানে আত্মকেন্দ্রিকতা নয়। আত্মবিশ্বাস মানে অহংকার নয়। আমি 'পারি' এটা আমার আত্মবিশ্বাস, আমি 'তোমার থেকে ভালো পারি' এটা আমার অহংকার। আমাদের প্রিয় প্রধানমন্ত্রী আত্মবিশ্বাস এনে দিয়েছেন ভারতবর্ষে। আমাদের প্রধানমন্ত্রী ডাক দিয়েছিলেন, মানুষ শঙ্খ, ঘন্টা বাজিয়েছে হাজার সমালোচনা উপেক্ষা করে। আমাদের বিরোধীরা কম ঠাট্টা তামাশা করে নি। ঘন্টা বাজানো হবে, তাতে ঘন্টা হবে। সেই বিরোধীদের মোক্ষম জবাব দিয়েছে ভারতবর্ষের জনতা, প্রধানমন্ত্রীর ডাকে বিকাল পাঁচটায় তুমুল শঙ্খ-ঘন্টা ধ্বনি করে।

ঐ দিন পাঁচটায় আমরা দেখেছি আমাদের চারপাশে যেন গোটা সমাজ গর্জন করছে। সমস্ত বাড়ীর ছাদে ছাদে শিশু, বালক, কিশোর, মহিলা, পুরুষ সবাই মিলে ঘন্টা ধ্বনি করছে, শঙ্খ ধ্বনি করছে প্রধানমন্ত্রীর আহবানে। সেদিন ভারতের প্রতিটি জাতীয়তাবাদী মানুষের বাড়ীতে দ্বীপ জ্বলে উঠেছিল, ধনী, দরিদ্র, শিক্ষিত, অজ্ঞ, শহর, গ্রাম, বনবাসী সবাই এক হয়েছিল এক নরেন্দ্রের আহ্বানে। আজকে জনতা জানিয়ে দিয়েছে প্রধানমন্ত্রী আমি তোমার সাথে আছি। যেদিন প্রধানমন্ত্রী জানালেন সন্ধ্যাবেলায় দীপ জ্বালানোর জন্য, অনেক ঠাট্টা তামাশা হয়েছিল। কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর আহবানে সাড়া দিয়েছেন কোটি কোটি জনতা। আজকেও আমাদের প্রধানমন্ত্রীর যে কাজ, প্রকল্প আমরা দেখতে পাচ্ছি

তাতে প্রমাণ হয় মাটির সাথে কত নিবিড় যোগাযোগ থাকলে উজ্জ্বলা, জনধন, প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সহায়তা রাশি, স্বচ্ছ ভারতের মত প্রকল্প গ্রহণ করা যায়। এ হল সাধারণ মানুষের কষ্টের অনুভব।এ হলো বিশ্বাস যোগ্যতা। আর সেজন্য প্রধানমন্ত্রী ডাক দিয়েছেন স্বনির্ভর ভারতের। স্বচ্ছ ভারতের আহ্বান জানিয়েছিলেন, আহ্বান জানিয়ে বসে থাকেন নি। আহ্বান জানিয়ে উনি কর্তব্য করেছিলেন, মায়েদের অসম্মান যাতে দূর হয়, মায়েরা যাতে সম্মান নিয়ে বাড়িতে থাকতে পারে তার জন্য স্বচ্ছ ভারত মিশনে প্রতিটি বাড়িতে টয়লেট তৈরি করে দিয়েছিলেন। কোটি কোটি বাড়িতে মায়েদের সম্মান রক্ষার ব্যবস্থা করেছেন উনি। এই প্রধানমন্ত্রীর আগে কেউ এভাবে মায়েদের সম্মানের কথা ভাবেন নি।

আমি অন্য কারুর সমালোচনা করছি না, কিন্তু যদি ২০১৪ সালে নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রী না হয়ে অন্য কোনো প্রধানমন্ত্রী হতেন, তাহলে এই করোনা পরিস্থিতির মোকাবিলা করার ব্যবস্থা হত এত সহজে?

পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য পঞ্চাশ হাজার কোটি টাকা প্রধানমন্ত্রী দিয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গ সেখানে যোগ দেয় নি, কারণ দেওয়ার মতো দম নেই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে কোনো ডাটা নেই । প্রতিটা জেলায় পঁচিশ হাজার লোকের নাম রেজিস্ট্রি করে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে পাঠানো পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ক্ষমতা নেই। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দম নেই, প্রবাসী শ্রমিক কল্যাণের ইচ্ছা নেই তার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার যোগ দেয় নি।

আমি বসেছিলাম গ্রামের একটি বাড়িতে। সেই বাড়িতে যিনি কাজের দিদি, তাকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম যে আপনাদের তো খুব কষ্ট হলো, এই যে তিন মাস ধরে কোনো রোজগার নেই? তিনি বললেন বাবা কোনো কষ্ট হয় নি। ভগবান দিয়ে দিয়েছে। জানতে চাইলাম ভগবান কিভাবে দিলো? বললেন দেখো বাবা, রেশনে চাল পেয়েছি পুরো পরিবারের, ডাল পেয়েছি, যা যা পেতাম সব পেয়েছি। বেশি পরিমাণে পেয়েছি। পাঁচশ টাকা মোদী দিয়েছে আবার জ্বালানি দিয়ে দিয়েছে। ছেলেরাও রোজগার করতো না, ছেলেদেরও কাজ ছিল না, আমারও কাজ ছিল না। কিন্তু বাবা একজন ঈশ্বর উপরে বসে আছে, তাঁর নাম নরেন্দ্র মোদী। সেই ঈশ্বর পয়সা পাঠিয়ে দিয়েছে। আমার ব্যাংক একাউন্টে পাঁচশ টাকা, আমার বউমার নামে ৫০০ টাকা, আমার ঘরে গ্যাস পাঠিয়ে দিয়েছে। আমার ঘরে চাল, ডাল সব পাঠিয়ে দিয়েছে। আর তারজন্য তিনমাস কোনো অর্থ উপার্জন না করেও আমরা বেঁচে আছি বাবা। আমরা বেঁচে আছি ঐ ভগবানের জন্য।এটা কার কথা? একজন শ্রমজীবি যিনি অন্যের বাড়িতে কাজ করে সংসার চালান তার কথা, অন্যের বাড়িতে বাসন মেজে খান তার অনুভূতি।আর এ অনুভূতি ভারতবর্ষের কোটি কোটি জনতার। অন্যদিকে আমাদের রাজ্যে আমরা দেখেছি এই গরীর মানুষগুলোর পেটের অন্ন নিয়ে চরম দুর্নীতি, ভালো চালের বদলে নিম্নমানের চাল দিয়ে গরীবকে ঠকিয়ে দেবার প্রবণতা, গ্যাস নিয়ে দুর্নীতি, এমনকি প্রধানমন্ত্রী পাঠান টাকা গরীব

লেখাপড়া না জানা মানুষের থেকে প্রতারনা করার অপূর্ব কৌশল। অন্যদিকে আমরা যে প্রধানমন্ত্রীকে বিশ্বাস করেছিলাম সেই বিশ্বাসের দাম আমাদের প্রধানমন্ত্রী দিয়েছেন, আহ্বান জানিয়েছেন স্বনির্ভর ভারতের। উনি বলেছেন 'Vocal for Local' উনি বলেছেন স্থানীয় জিনিস ক্রয় করো, শুধু কেনা নয় প্রচার করো। উনি বলেছিলেন, তুমি যদি বছরে একটা খাদির পোশাক কেনো তাহলে খাদি শিল্প দাঁড়িয়ে যাবে। যারা বুনকর আছে, তাঁতি আছে তারা বেঁচে যাবে। তাদের দ্রব্য বিক্রি হবে, তাদের উৎপাদন দাম পাবে, মর্যাদা পাবে। আজকে দেখুন ওই শিল্প কোথায় চলে গেছে, কোথায় পৌঁছে গেছে। আজকে মানুষ খাদির পোশাক পরছে এবং খাদির পোশাক পরাটাকে সম্মানজনক মনে করছে। বিদেশি পোশাক নয়, খাদির পোশাক পরা সম্মানজনক মনে করছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছিলেন 'দরিদ্র কে সেবা করিয়া, উপবাসি কে অন্ন দিয়া, দরিদ্রকে ভিক্ষা দিয়া দারিদ্র দূরীকরণ সম্ভব নহে। যতক্ষণ না তুমি ওর মনের দরিদ্রতা দূর করার উপায় বলে দিচ্ছো, স্থায়ীভাবে দারিদ্র দূর করার প্রকল্প তাকে দিচ্ছ, স্থায়ীভাবে তার মনে আশার সঞ্চার না করছো, যতক্ষণ না তার মনে স্থায়ী স্বাভিমানের সৃষ্টি করছো ততক্ষণ তার দারিদ্র্য দূরীকরণ সম্ভব হবে না। স্বাভিমান ছাড়া দারিদ্র্য দূরীকরণ হয় না। স্বাভিমানী লোক কখনো ভিক্ষা করে না। না খেয়ে মরবে তবু ভিক্ষা করবে না। চাইতে পারবে না, নিতে পারবে না, হাত পাততে পারবে না কারণ যে হাত পাতে সে নীচে থাকে। গ্রহীতার হাত সবসময় নীচে থাকে আর দাতার হাত সবসময় উপরে থাকে। দাতা মাথা উঁচু করে বাঁচে আর গ্রহীতা মাথা নিচু করে বাঁচে কারণ তার হাত নিচে থাকে।

আজ থেকে দেড়শো বছর আগে টাক মাথার ছোটখাটো চেহারার একজন ভদ্রলোক পশ্চিমবঙ্গের একটি স্টেশনে নামলেন। স্টেশনে নামার পর উনি যখন স্টেশন থেকে বেরিয়ে ধীরে ধীরে হাঁটছেন, একজন সুন্দর ফুটফুটে বালক তার সামনে হাত পেতে দাঁড়ালো। চলতে চলতে ওই ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে গেলেন। ছেলেটার দিকে তাকালেন, তাঁর সাথে যারা এসেছিলেন তারা বললেন স্যার চলুন, দেরি হয়ে যাবে। উনি বললেন দাঁড়াও। তারপর ছেলেটির মাথায় হাত দিয়ে বললেন কিরে? কি বলছিস? ছেলেটি বলল বাবু একটা পয়সা দেবে? বাবু বললেন একটা পয়সা নিয়ে কি করবি?-তোকে তো দেখে ভিখারি মনে হচ্ছে না! তুই ভিক্ষা করছিস কেন?ছেলেটি চুপ করে আছে। তোকে যদি একটা পয়সা দি, তুই নিয়ে কি করবি? ছেলেটি বলল, বাবু ওই একটা পয়সা দিয়ে আমি আমার মাকে ডাক্তার দেখিয়ে ওষুধ কিনে দেবো। ভদ্রলোক বললেন আচ্ছা তোর মায়ের অসুখ, বাড়িতে কেউ নেই? ছেলেটি বলল, না। ভদ্রলোক তাকে বললেন, তোকে যদি দুই পয়সা দি, তুই কি করবি? বালক বলল, বাবু – প্রথমে মায়ের জন্য এক পয়সা দিয়ে ওষুধ কিনব, আর এক পয়সা দিয়ে খাবার কিনব, মা আর আমি দুজনই কিছু খাই নি। তখন ওই ভদ্রলোক আবার বললেন তোকে যদি তিন পয়সা দিই, তাহলে

তুই কি করবি? ছেলেটি বলল, বাবু এক পয়সা দিয়ে মায়ের ওষুধ কিনব, এক পয়সা দিয়ে খাবার কিনব, আর এক পয়সা দিয়ে মায়ের একটা কাপড় কিনব। এরপর ভদ্রলোক একটু মজা করে আবার বললেন, হ্যাঁরে তোকে যদি আমি এক টাকা দিই তাহলে তুই কি করবি? তখন ওই বালক অবাক হয়ে গেছে, সে হেসে ফেলেছে, অবিশ্বাসের হাসি, ভাবছে মস্করা করছেন ভদ্রলোক। ভদ্রলোক আবার বললেন কিরে বল, একটাকা পেলে তুই কি করবি? এবার ছেলেটি বলল বাবু, তুমি যদি আমাকে এক টাকা দাও তাহলে আমি এক পয়সা দিয়ে মায়ের ওষুধ কিনব, এক পয়সা দিয়ে খাবার কিনব, এক পয়সা দিয়ে কাপড় কিনব, বাকি পয়সা দিয়ে আমি একটা ব্যবসা করব বাবু। তখন ঐ ভদ্রলোক একটাকা বের করে ছেলেটির হাতে দিয়ে মাথায় হাত রেখে চলে গিয়েছিলেন। এরপর অনেক বছর কেটে গেছে। ওই বেঁটে খাটো টাক মাথার ভদ্রলোক ঐ স্টেশনে আবার নেমেছেন। তখন উনি অনেক বিখ্যাত, শত শত লোক ওনাকে গ্রহণ করতে এসেছে। স্টেশনে তাঁর জয়জয়কার। সেই অবস্থায় উনি যখন স্টেশন থেকে বের হয়েছেন তখন একজন সৌমদর্শন যুবক তাঁর পা ছুঁয়ে মাটিতে শুয়ে ভক্তিভরে তাঁকে প্রণাম করলো। ভদ্রলোক অবাক হলেন, এইভাবে কেন প্রণাম করছে যুবক?

উনি জিজ্ঞেস করলেন তুমি কে? এইভাবে প্রণাম করছ যে? যুবক বলল স্যার, আজ থেকে পনের বছর আগে আমি একজন ভিখারি ছিলাম, আপনি আমাকে ব্যবসায়ীতে রূপান্তরিত করেছিলেন। ভদ্রলোক অবাক হয়ে বললেন, কেন? কিভাবে? যুবক মনে করালো সেই ঘটনা, সে ভদ্রলোকের কাছে এক পয়সা ভিক্ষা চেয়েছিল, কিন্তু ভদ্রলোক তাকে একটাকা দিয়েছিলেন যা দিয়ে সে ব্যবসা করে স্বনির্ভর হয়েছে। সে শহরের একজন নামি ব্যবসাদার হয়েছে। সে আত্মনির্ভর হয়েছে। আর তাকে আত্মনির্ভর হতে সহায়তা করেছিলেন যে টাক মাথার ঐ বেঁটেখাটো ভদ্রলোক তিনি ছিলেন পন্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। আজকে সেই আত্মসম্মান জাগিয়ে দেওয়া, আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে দেওয়া, আত্মনির্ভর করে তোলার চেষ্টা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী করছেন। উনি প্রথম প্রকল্প নিয়েছেন জনধন যোজনা। যে যোজনার মাধ্যমে চল্লিশ কোটি ভারতবাসী উপকৃত হয়েছে।যাদের ব্যাংক একাউন্ট ছিল না গত সত্তর বছর ধরে। যাদের কষ্টার্জিত টাকা, পরিশ্রমের টাকা, রক্ত জল করা টাকা সারদা, রোজভ্যালির মাধ্যমে নেতারা খেয়ে নিয়েছে। কোটি কোটি টাকা এইভাবে নয়ছয় হয়েছে। সেই গরিব মানুষদের মনে আশা জুগিয়েছেন, তাদের আত্মসম্মান জুগিয়েছেন, আত্মনির্ভরতা দিয়েছেন। তারা আজ বুঝেছে এ টাকা আমার টাকা। আমার ব্যাংকে, আমার টাকা। আমার একাউন্ট, যে একাউন্ট এর মাধ্যমে তাদের টাকা নষ্ট হবে না। তাদের টাকা ব্যাংকে নিরাপদে থাকবে। সেই আত্মসম্মান উনি যুগিয়েছেন। উনি যদি ২০১৪ সালে এসে জনধন যোজনার একাউন্ট না করতেন আজকে ডাইরেক্ট ট্রান্সফারের মাধ্যমে ঐ গরিব মানুষ গুলোকে ৫০০ টাকা দেবার সুবিধা

থাকতো না। একেই বলে দূরদর্শিতা। আমাদের ১৪০ কোটি জনতার দেশ, ৬০ শতাংশ দরিদ্র সীমার নীচে থাকা দেশ আজকে হাসতে হাসতে করোনার মোকাবিলা করছি। এর নাম দূরদর্শিতা। এই দূরদর্শী প্রধানমন্ত্রী যেটা আজকে দেশবাসীর জন্য করছেন সেটা সত্তর বছর আগে করা উচিৎ ছিল। সত্তর বছর ধরে কেউ আত্মনির্ভরতার কথা ভাবেনি। আমরা পরের নকল করেছি, বিদেশের নকল করেছি। বিদেশ থেকে একটার পর একটা জিনিস আমদানি করেছি। আমার দেশের মাটিতে উৎপাদন করার চেষ্টা করেনি। আজকে অনেকে ভাবছেন, ভারতবর্ষ যদি অন্য দেশ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে ভারতবর্ষ তো বাঁচতে পারবে না, এতো কিছু তো ভারতবর্ষে নেই। ভারতবর্ষে আজকেও মাদার বোর্ড উৎপাদন হয় না, ভারতবর্ষে আজকেও মোবাইল কিংবা কম্পিউটারের প্রসেসর উৎপন্ন হয় না। কিন্তু করে কে? গুগলের CEO, কোথায় বাড়ি? ইনটেলের কত শতাংশ ভারতীয়? মাইক্রোসফট চালাচ্ছে কারা?এই যে ব্রেন ড্রেন এটা গত সত্তর বছরে বন্ধ হয় নি কেন? এই ব্যক্তিরা সবাই আমাদের দেশের লোক। এরা সব ভারতবর্ষের মানুষ, যাঁরা বিদেশে গিয়ে ওদের হয়ে বানাচ্ছে। তাদের উৎপাদন আমরা ব্যবহার করছি। আমাদের দেশে তৈরি করতে তাদের উৎসাহ দেওয়া হয় নি কেন?কেন দীর্ঘদিন ধরে সরকার নীরব থেকেছে? কারণ কোটি কোটি টাকার কাটমানির খেলা ছিল। গত সত্তর বছর ধরে একটা পরিবার, একটা পার্টি কাটমানির খেলা খেলেছে। আমাদের দেশে প্রতিরক্ষা সামগ্রী উৎপাদন হতো না, সিয়াচিনে পাহারা দেওয়ার মতো বস্ত্র তৈরি হতো না। বুলেট প্রুফ জ্যাকেট তৈরি হতো না, জুতো তৈরি হতো না। সরকার বিদেশ থেকে কোটি কোটি টাকা দিয়ে এসব জিনিস কিনত, আর তাতে কাটমানির খেলা চলতো। তাই দেশে কোনোদিন উৎপাদনের কথা ভাবা হয় নি। আজকে আমাদের দেশে সব ধরণের প্রতিরক্ষা সামগ্রী তৈরি হচ্ছে। আজকে ভারতবর্ষ থেকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে রপ্তানি হচ্ছে। এ হলো আত্মনির্ভরতার উদাহরণ। আমরা আত্মনির্ভর শুধু হইনি, অন্য দেশ কে আত্মনির্ভরতার স্বপ্ন দেখাচ্ছি। আমরা আগে রকেট পাঠাতাম, কোথা থেকে পাঠাতাম? স্যাটেলাইট লঞ্চ করতাম, কোথা থেকে করতাম? আমেরিকার উপর নির্ভর করতে হতো, রাশিয়ার উপর নির্ভর করতে হতো, ফ্রান্সের উপর নির্ভর করতে হতো। আজকে পৃথিবীর সব দেশ আমাদের উপর নির্ভর করছে। আমরা একসাথে ১০৫ টা স্যাটেলাইট পাঠিয়েছি, খরচ সাশ্রয় করেছি। গোটা পৃথিবীকে খরচ সাশ্রয়ের পথ দেখিয়েছি। বিশ্ব আজকে আমাদেরকে স্যাটেলাইট দিচ্ছে কক্ষপথে পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য। আমরা পথ দেখিয়েছি এটা হচ্ছে আত্মনির্ভরতার উদাহরণ। আমরা একটার পর একটা মিসাইল তৈরি করছি। অগ্নি-৫ আজকে ঘুম কেড়ে নিয়েছে চীনের। দশ হাজার কিলোমিটার পর্যন্ত যার মারণ ক্ষমতা হতে পারে। 'তেজস' এর মতো বিমান যাকে কোনো রেডারে ধরা বেশ কঠিন তৈরি করেছে ভারতবর্ষের

ইঞ্জিনিয়াররা পুরোপুরি দেশীয় পদ্ধতিতে। এই স্বদেশী বিমান আমরা তৈরি করেছি কিন্তু আমরা পারিনি কেন এতদিন? আমাদের মতো প্রতিভা পৃথিবীর কোন দেশে আছে? এতো বিচিত্র আবহাওয়া আর জলবায়ু আছে? এতো বিচিত্র ভাষা পৃথিবীর আর কোথাও আছে? এতো বৈচিত্র কোথাও আছে? সেই বৈচিত্রের মধ্যে আমরা আমাদের প্রতিভার বিকাশ ঘটিয়েছি। সবাই আজকে ভারতবাসী বলে গর্ব অনুভব করছি। আজকে সময় এসেছে, আত্মনির্ভর হওয়ার। প্রধানমন্ত্রী যে আহ্বান জানিয়েছেন তাকে একেবারে নীচের বুথ লেভেল পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার। সবাইকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করানোর সময় এসেছে। পৃথিবীর সব দেশের জলবায়ু এক নয়। সব দেশের পরিবেশ এক নয়। এক এক দেশ এক এক ভাবে আত্মনির্ভর হয়। আপনি যদি সৌদি আরবে যান, ওখানে গিয়ে বলেন এখানে ধান চাষ করব, খুব ভালো ধান হবে তাহলে ওখানকার লোকেরা আপনাকে পাগল বলবে। আবার মালদা এসে যদি বলেন এখানে আমগাছ কেটে ফেলে আপেল চাষ করো, তাহলে কি হবে? আপনার কর্তব্য মালদার আম চাষের ডেভেলপমেন্ট করা। আরো আধুনিক পদ্ধতিতে, কম খরচে, আরো বেশি ফসল কি করে উৎপাদিত হয়, আরো ভালো আম কি করে হয়। উৎপাদিত উন্নত জাতের আম যখন চাষীরা পাবে তারা সেটা বিক্রি করে কাশ্মীরি আপেল কিনে আনতে পারবে। তার জন্য আমের বাগান নষ্ট করে, আমগাছ কেটে ফেলে আপেল গাছ লাগানোর দরকার নেই। দরকার নিজের চাষের, নিজের ব্যবসার ডেভলপমেন্ট করা। তারা যদি কম খরচে উন্নত মানের আম বেশি উৎপাদন করে, ভালো বাজার পায় তাহলে ঐ আম বিক্রি করে যে উপার্জন করবে, শুধু কাশ্মীরের আপেল নয়, অন্য অনেক কিছু সে কিনতে পারবে। এতদিন আমাদের দেশে যেটা হয়নি, আমরা বিদেশকে নকল করেছি। বিদেশি পরিত্যক্ত প্রযুক্তি নিয়ে এসে ভারতবর্ষে ব্যবহার করেছি। ভারতবর্ষের বিজ্ঞানীদের মধ্যে দম আছে, ভারতবর্ষের ছেলেদের মধ্যে হিম্মত আছে, ব্রেইন ড্রেন যদি না হয় তো ভারতবর্ষ সব পারে। আমাদের বলেছিল সুপার কম্পিউটার দেবে না, আমরা বানিয়ে নিয়েছি সুপার কম্পিউটার। ভারতবর্ষ ১৪০ কোটি মানুষের দেশ অথচ এতবড় করোনা মহামারীতে একজন মানুষকেও না খেয়ে মরতে দেয় নি। এ হলো আত্মনির্ভরতার একটা আদর্শ উদাহরণ। প্রধানমন্ত্রী এটা আমাদের শিখিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রী সেই মন্ত্র আমাদের দিয়েছেন। সেই মন্ত্র নিচের দিকে নিয়ে যেতে হবে 'Be Indian, Buy Indian'। প্রধানমন্ত্রী একবারও বিদেশি দ্রব্য বর্জনের কথা বলেন নি। প্রধানমন্ত্রী শুধু আত্মনির্ভর ভারত হওয়ার। বলেছেন 'Vocal for Local'. কিন্তু জনতা কি করেছে? জনতা বিদেশি দ্রব্য, চাইনিজ দ্রব্য পুড়িয়ে জ্বালিয়ে দিচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী এক কদম হেঁটেছেন, জনতা দশ কদম হেঁটে গেছে। প্রধানমন্ত্রীর উপর আস্থা রেখেছে, বিশ্বাস রেখেছে। আমরা বলিনি কাউকে চীনা জিনিস জ্বালাতে। রোজ মানুষ চীনা দ্রব্য পোড়াচ্ছে। একে বলে বিশ্বাস। আর

এই বিশ্বাস ভারতবর্ষের জনতা, হিন্দু, মুসলমান, শিখ, জৈন, বৌদ্ধ সব ধর্মের মানুষ আজকে প্রধানমন্ত্রীর উপর আস্থা রেখেছে। কোটি কোটি পরিযায়ী শ্রমিকদের নিশ্চিন্তে তাদের বাড়িতে ফিরিয়ে দিয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার যদি ঠিকভাবে সহযোগিতা করতো তাহলে আরো ভালোভাবে শ্রমিকরা ঘরে ফিরতে পারতো। আরো অনেক আগে ফিরতে পারতো, অনেক সুষ্ঠভাবে ফিরতে পারতো। পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য প্রধানমন্ত্রী পঞ্চাশ হাজার কোটি টাকা ব্যয় করেছেন। তাদের জন্য বিকল্প কাজের ব্যবস্থা করা, নানা রকম সুযোগ সুবিধা দেওয়ার জন্যে ওয়েব সাইট চালু করেছে কেন্দ্র সরকার। কিন্তু এই রাজ্য সরকার একজনেরও নাম দেয় নি। কোনো নাম রেজিস্ট্রি করে নি। জেলায় জেলায় কেন্দ্র সরকারের প্রদেয় টাকা থেকে পরিযায়ী শ্রমিকদের বঞ্চিত করেছে এই সরকার। যেমনভাবে বঞ্চিত করেছে পশ্চিমবঙ্গের সত্তর লক্ষ কৃষককে যারা বছরে ৬ হাজার টাকা পেতে পারতেন। যেমনভাবে বঞ্চিত করেছে আয়ুষ্মান ভারত যোজনার কোটি কোটি পশ্চিমবঙ্গবাসীকে। সেইভাবে একই ভাবে বঞ্চিত করলেন লক্ষ লক্ষ পরিযায়ী শ্রমিকদের, যাদের কোনো তথ্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে নেই। এই শ্রমিকদের কাছে গিয়ে আত্মনির্ভরতার কথা বলতে হবে। বলতে হবে-তুমি ভিখারি নও, তোমার মধ্যে শক্তি আছে। তাদের বলতে হবে তোমাদের কাজ করার ক্ষমতা আছে, তোমাদের মধ্যে হিম্মত আছে, প্রতিভা আছে। তোমাদের আত্মনির্ভর হতে হবে। সেই আত্মনির্ভরতা, যেটা আমার দেশে হবে, আমার রাজ্যে বসবাস করেই হবে। আমরা দেখেছি দীর্ঘদিন ধরে ১০০ দিনের কাজ বাংলার গ্রামে গ্রামে চললেও এখানে কোনও স্থায়ী সম্পদ তৈরী হয় নি, হয়নি দক্ষ শ্রমিক। উল্টে দক্ষ শ্রমিক শ্রম-বিমুখ হয়ে দক্ষতা হারিয়ে ফেলেছে। ১০০ দিনের কাজের সুযোগ নিয়ে স্থায়ী সম্পদ নির্মাণ, দক্ষ শ্রমিক তৈরী, শুধু মাটি কাটা নয়, বৃক্ষ রোপন, বৃক্ষ পরিচর্যা ও রক্ষনাবেক্ষনের কাজে স্থায়ী সম্পদ তৈরী হবে। অন্য রাজ্যে থেকে ফিরে আসা প্রবাসী দক্ষ শ্রমিকদের প্রশিক্ষণ দিয়ে বিভিন্ন প্রকার উৎপাদনের কাজে লাগান, এ ব্যাপারে স্থানীয় ইঞ্জিনিয়ারা সহযোগিতার হাত বাড়াতে পারেন। যন্ত্র-তন্ত্রকে সহজ সরল করে কাজকে সকলের কাছে পৌঁছে দেওয়া, সকলের মুখে অন্নের যোগানকে সুলভ করা, শিক্ষা, স্বাস্থ্যকে সুলভ করা এই হল আজকের দিনের চাহিদা। এখন ইন্টারনেটের যুগ, মোবাইল ফোনের মাধ্যমে স্থানীয় উৎপাদন বিশ্ববাজার দখল করতে পারে, ফেসবুক, ফ্লিপকার্ট, এমাজনের মাধ্যমে। ইউটিউবের মাধ্যমে নিখরচায় বিজ্ঞাপন দেওয়া যেতে পারে, এর জন্য স্থানীয় ভাবে শিক্ষক-অধ্যাপকরা উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারেন। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়- "আমাদের ভারতীয় উৎকর্ষের যে আদর্শ আমরা দেখিয়াছি, তাহার মধ্যে প্রাণসঞ্চার, বলসঞ্চার করিলে জগতের মধ্যে আমাদের লজ্জিত থাকিতে হইবে না।" এই প্রাণসঞ্চার, বলসঞ্চারের কাজটাই করতে চেয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী।

এই আত্মনির্ভরতার কথাই স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন। আত্মনির্ভরতার কাজ আমরা ১৯০৫ সালে করেছিলাম। আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় ১৯১৪ সালে মাদ্রাজে হিন্দু রসায়ন শাস্ত্রের উপর বলতে গিয়ে বিজ্ঞানে নিজের দেশের অবদানের জন্য লজ্জা না পেয়ে গর্ব অনুভবের কথা স্মরণ করেছিলেন। তাঁর কথায় - We are not ashamed of our ancient contributions of the science of chemistry. I am equally proud of and not ashamed for all the branchas of science that grew in ancient India" তার জন্যই আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় বেঙ্গল কেমিক্যাল ছাড়াও আরও বহু প্রতিষ্ঠান তৈরি করেছিলেন আত্মনির্ভর ভারতের লক্ষ্যে। ক্যালকাটা পটারি ওয়ার্কস, বেঙ্গল এনামেল ওয়ার্কস, বেঙ্গল ট্যানারি ওয়ার্কস তৈরি করেছিলেন যেগুলো আত্মনির্ভরতার একটা বিশেষ পদক্ষেপ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আত্মনির্ভরতার কথা বলেছেন। উনি বিশ্বভারতী তৈরি করেছিলেন আত্মনির্ভর ছাত্র সমাজ তৈরি করার জন্য। আত্মনির্ভর ভবিষ্যত তৈরি করার জন্য। উনি গ্রামকে স্বাবলম্বী করার জন্য গ্রাম দত্তক নিয়েছিলেন। তিনি লিখেছেন - "দল বাঁধিবার, টাকা জুটাইবার ও সংকল্পকে স্ফীত করিবার জন্য সুচিরকাল অপেক্ষা না করিয়ে যে যেখানে, আপনার গ্রামে প্রান্তরে, পল্লীতে, গৃহে, স্থির শান্তচিত্তে, ধৈর্য্যের সহিত, সন্তোষের সহিত পূণ্যকর্ম মঙ্গলকর্ম সাধন করিতে আরম্ভ করি, আড়ম্বরের অভাবে ক্ষুব্ধ না হইয়া দ্ররিদ্র আয়োজনে কুণ্ঠিত না হইয়া, দেশীয় ভাাবে লজ্জিত না হইয়া, কুটীরে থাকিয়া, মাটিতে বসিয়া, উত্তরীয় পরিয়া, সহজভাবে কর্মে প্রবৃত্ত হই, ধর্মের সহিত কর্মকে, কর্মের সহিত শান্তিকে জড়িত করিয়া রাখি, চাতক পক্ষীর ন্যায় বিদেশীর করতালিবর্ষনের দিকে উর্ধ্ব মুখে তাকাইয়া না থাকি তবে ভারতবর্ষের ভিতরকার যথার্থ বলে আমরা বলী হইব"। তার ভাবনাকে সার্থক করতে আজকে প্রধানমন্ত্রীর মাধ্যমে বিভিন্ন সাংসদ গ্রাম দত্তক নিয়েছেন। দীনদয়াল উপাধ্যায় তাঁর ভাষণে বলেছেন ভূমি সংস্কারের কথা। দেখুন দীনদয়াল উপাধ্যায়ের ভাষণ গুলো, উনি কবে থেকে ভূমি সংস্কারের কথা বলেছেন। উনি জমির সুষম বিন্যাসের কথা বলেছেন, কৃষির সুষম বন্টনের কথা বলেছেন। কৃষিজাত পন্য উৎপাদনের পর বাজারজাত করার কথা বলেছেন। দীনদয়াল উপাধ্যায় যেগুলো আগে চিন্তা ভাবনা করেছিলেন আজকে প্রধানমন্ত্রী সেগুলো ঘোষণা করেছেন, প্রয়োগ করছেন। দীনদয়াল উপাধ্যায় এগুলো অনেক আগে বলে গেছেন। তিনি প্রযুক্তি আমদানির কথা বলে গেছেন, কিন্তু প্রযুক্তিকে নিজের মতো করে ব্যবহার করতে বলে গেছেন। উনি বলেছিলেন প্রযুক্তির কারণে যেন মানুষ বেকার না হয়। 'যত শ্রম তত কাজ, আর যত কাজ ততই সম্পদ'। কোটি কোটি মানুষের চোখের জল ফেলে, কোটি কোটি মানুষকে অভুক্ত রাখে সেরকম প্রযুক্তি আমদানি কতটা যুক্তিযুক্ত। ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী জনসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা, স্বাধীন ভারতের প্রথম শিল্প মন্ত্রী ছিলেন। উনিও করেছিলেন আত্মনির্ভর ভারতের কাজ। চিত্তরঞ্জন লোকোমটিভ,

হিন্দুস্তান এনালগ ডিস্ট্রিবিউটর, ভিলাই স্টিল তৈরি করেছিলেন। ডিভিসি-র মতো একটা প্রজেক্ট করেছিলেন। কৃষিকাজে যাতে জমিতে সেচের জল পায় তার ব্যবস্থা করেছিলেন। এই চিন্তা আমাদের অনেক পুরনো, ১৯৫২ সাল থেকে এ চিন্তন আমরা ভারতবর্ষকে দিয়েছি। আমাদের দুর্ভাগ্য যে হাজার বছরের পরাধীনতা, হাজার বছরের অত্যাচার, মুষলমান রাজাদের অত্যাচার, ইংরেজদের অত্যাচার আমাদের সব ভুলিয়ে দিয়েছিল। আমরা যে আত্মনির্ভর ছিলাম সেসব ভুলে গিয়েছিলাম অত্যাচার সহ্য করতে করতে। আজ আমাদের প্রধানমন্ত্রী আবার ডাক দিয়েছেন আত্মনির্ভর হওয়ার, আত্মনির্ভর ভারত গঠন করার। আর আত্মনির্ভর ভারত গঠনের লক্ষ্যে উনি যে যে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে বলেছেন, তার প্রতিটি পদক্ষেপ স্বামী বিবেকানন্দের বাণীর ফলিত রূপ।

স্বামীজী বলতে চেয়েছেন আত্মনির্ভর ভারত গঠন হোক চাষীর লাঙলের মাধ্যমে, কামার শালার কাজের মাধ্যমে, ভুনাওয়ালার মাধ্যমে এক কথায় শ্রমজীবি মানুষের মাধ্যমে। আজ প্রধান মন্ত্রী কৃষিতে স্বনির্ভর হওয়ার কথা বলেছেন, শিল্পে স্বনির্ভর হওয়ার কথা বলেছেন, জ্বালানিতে স্বনির্ভর হওয়ার কথা বলেছেন, প্রযুক্তিতে স্বনির্ভর হওয়ার কথা বলেছেন, সামরিক ক্ষেত্রে আত্মনির্ভরতার কথা বলেছেন। সমস্তক্ষেত্রে আত্মনির্ভরতা মানে অন্যদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া নয়। ভারতবর্ষে যে প্রতিভা আছে, ভারতবর্ষে যে সম্পদ আছে, অন্যদের থেকে যদি ভারতবর্ষকে কেউ বিছিন্ন করে দেয়, ভারতবর্ষের পতন হবে না। তাই আজকে প্রধানমন্ত্রীর এই আহ্বানে আমাদের সামিল হতে হবে, এই আহ্বান আমাদের নিচের দিকে ছড়িয়ে দিতে হবে। নিচের তলায় বলতে হবে, বোঝাতে হবে প্রধানমন্ত্রী কেন আত্মনির্ভর হতে বলেছেন। কেন আত্মনির্ভর ভারত গঠনের প্রয়োজন, কিভাবে এই কাজ করতে হবে এগুলো বোঝাতে হবে। আমাদের বুথ স্তরে গিয়ে বলতে হবে, বোঝাতে হবে। আজকে আমরা যে অবস্থায় আছি, সেই অবস্থায় আমাদের আটকাবার কেউ নেই। এতদিন ছিল, স্বাধীন ভারতবর্ষের পরেও সত্তর বছর ছিল। ভারতবর্ষ পারবে না, এটা বিদেশ বলেছে। ভারতবর্ষের একশ্রেণীর বিদেশের দালাল যারা নরেন্দ্র মোদীর থেকে ইমরান খান কে বেশি পছন্দ করে, যারা চীনের চেয়ারম্যান কে আমাদের চেয়ারম্যান বলে, যারা ভারতের পারমানবিক পরীক্ষায় দুঃখী হয়, শান্তি মিছিল বের করে, সেই শ্রেণীর দালালরা বলেছে আমাদের ভারতবর্ষ পারবে না। ভারতবর্ষ পারে না। আজও বাংলার প্রথম সারির পত্রিকাতে আর্টিকেল ছাপান হয় 'ভারত চীনকে প্রতিরোধ করতে পারে কিন্তু জিততে পারে না'। ভারতের উন্নতিতে বাধা সৃষ্টিকারী এই দালাল শ্রেণীর মানুষগুলি সম্পর্কে ভারতের **প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি APJ আব্দুল কালাম** সাহেব বহুদিন আগেই সাবধান করেছিলেন তার INDIA - 2020 - A VISION FOR NEW MILLENNIUM বইতে। তিনি বলেছেন, চর্চা করেছেন, বিকশিত ভারতের, উন্নত ভারতের কথা। তাঁর চোখের সামনে বৈভবশালী শক্তিশালী ভারতের

স্বপ্ন ছিল, কিভাবে তা হতে পারে তার কল্পনাও ছিল অন্যদিকে সেই বিকশিত বৈভবময় ভারত নির্মাণের জন্য বাধা কি রয়েছে সেটাও ব্যক্ত করেছেন তিনি। তিনি লিখেছেন আমাদের দীর্ঘ ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পারব আমরা নিজেদের উপর বিশ্বাস হারিয়েছি। আমরা বিদেশী যা কিছু অন্ধভাবে গ্রহণ করেছি, বিশ্বাস করেছি। আজ স্বাধীনতার এত বছর পরেও তা চলছে।

(Somewhere down the line in our long history,we appear to have lost faith in ourselves. that mindset seems to be persist. for a time we shut our doors to other ideas and mainly fought among ourselves. then came a period when we blindly adopted whatever was foreign. We seem to have a blind admiration of anything done outside our borders and very little believe in our own abilities. it is a sad state to be in after 50 years of independence. However there are brighter spots too.)

বিজ্ঞানী স্যার সি.ভি.রমন ১৯৪৯ সালে প্রয়াগে একটি ভাষণে ছাত্রদের বলেছিলেন - "Boys, when we import, we not only pay for our ignorance but we also pay for our incompetence" -"ছেলেরা, যখন আমরা আমদানি করি তখন আমাদের অজ্ঞতার জন্যই কেবলমাত্র মূল্য প্রদান করি না আমরা আমাদের অযোগ্যতাকেও স্বীকার করে নি।" কিন্তু আজকে পারবে ভারতবর্ষ। আজকে পারবে কেন?

দুটো বাচ্ছা, গ্রামের বাচ্ছা তারা খেলতে মাঠে গেছে আর মাঠে খেলতে খেলতে, দৌড় দৌড়ি করতে করতে একটা বারো-তের বছরের নাদুসনুদুস বাচ্ছা ছেলে পরে গেছে একটা গর্তের মধ্যে, কুয়োর মধ্যে। কুয়োতে জল ছিল, গভীর ছিল কুয়োটি। আর উপরে যে বাচ্চাটি আছে সে ছিল রোগা পাতলা। আর যে গর্তে পরে গেছে সে মোটাসোটা, ভারী। কুয়ো থেকে মোটাসোটা ছেলেটি চিৎকার করছে আমাকে বাঁচা, আমাকে বাঁচা বলে। আমাকে বাঁচাও, আমি মরে যাবো বলে চিৎকার করছে। রোগা পাতলা ছেলেটি চারিদিকে দেখছে কেউ আছে কিনা, কিন্তু কেউ কোথাও নেই মাঠে, সুনসান মাঠ। উপরের দুর্বল ছেলেটা ভাবলো আমি যদি এখন গ্রামে যাই তাহলে বন্ধুটি তো মারা যাবে। তখন সে তার পরনের গামছাটা ঝুলিয়ে ওর বন্ধুকে ধরিয়ে দিল। তারপর উপর থেকে আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলো ছেলেটিকে তোলার জন্য। বেশ কিছুক্ষণ চেষ্টা করার পর সে ওর বন্ধুকে উপরে তুলে আনলো। তারপর দুজনেই মাটিতে শুয়ে পড়লো। তারপর বেশ কিছুক্ষণ পরে দুজনেই সুস্থ হয়ে গ্রামে ফিরে এলো। গ্রামে ফিরে যখন তারা পুরো ঘটনা বলল, শুনে সকলে ভাবলো এটা অসম্ভব। এতো মোটা ভারী ছেলেটিকে রোগা পাতলা ছেলেটি কুয়ো থেকে তুলেছে এটা গ্রামবাসীর বিশ্বাস হলো না। গ্রামবাসী

বলল এরা মিথ্যাকথা বলছে, কারণ সবার মনে হলো ঐ মোটা ছেলেটিকে এই রোগা ছেলেটি কখনোই তুলতে পারবে না। যখন এই বিতর্ক চলছে সেইসময় সেখান দিয়ে একজন সন্ন্যাসী যাচ্ছিলেন, তিনি ভীড় দেখে দাঁড়ালেন এবং কি হয়েছে জানতে চাইলেন। এরপর তিনি পুরো ঘটনাটি শুনলেন তারপর রোগা ছেলেটির মাথায় হাত রেখে বললেন জিতা রহ বেটা, তুমি খুব ভালো কাজ করেছ'। তখন গ্রামের লোক বলছে, মহারাজ এরা কি সত্যি কথা বলছে? এটা কি সম্ভব? ঐ মোটা ছেলেটাকে কি এই রোগা দুর্বল ছেলের পক্ষে তোলা সম্ভব? সন্ন্যাসী বললেন হ্যাঁ সম্ভব, এই তুলেছে, এটাই ঠিক কারণ যখন ও চেষ্টা করছিল তখন তোমাদের মতো কেউ ছিল না ওকে বলার জন্য যে এই তুই পারবি না, তোর দ্বারা হবে না, তুই দুর্বল।

আজ পর্যন্ত এই বিদেশি দালালরা ভারতবাসীকে বুঝিয়েছে, ভারতবর্ষ পারেনি, ভারতবর্ষ পারেনা, ভারতবর্ষ পারবে না। আজকে ভারতবর্ষ বুঝেছে হ্যাঁ আমি পারি, ভারতবর্ষ তার নিজের শক্তিকে খুঁজে পেয়েছে। নিজের শক্তিকে খুঁজে পেয়ে ভারতবর্ষ আজকে একটা নতুন দিশা দেখাচ্ছে। শুধু নিজের দেশকে নয়, গোটা পৃথিবীকে দিশা দেখাচ্ছে। গোটা পৃথিবী আগামী দিনে ভারতবর্ষকে অনুসরণ করবে আর সেই ধরনের প্রধানমন্ত্রী ও আমরা পেয়েছি, যিনি গোটা বিশ্বকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। তার আহ্বানে আজ সমগ্র বিশ্ব পালন করছে ২১শে জুন যোগ দিবস। রোগ মুক্তি, মানসিক শান্তি, আত্মিক বিকাশের জন্য আজ বিশ্ব যোগ করছে। যা এতদিন ছিল একান্ত আপনার তা আজকে বিশ্বজনীন হয়েছে। আমাদের কাজ আমাদের দায়িত্ব একেবারে নীচের স্তরে পৌঁছতে হবে, পৌঁছাতে হবে বুথ স্তরে। VOCAL FOR LOCAL. Be Indian– Buy Indian. তুমি যেটা কিনছো সেটা ভারতীয় কিনা আগে দেখে নাও। সেটা ভারতীয় হলে কেনো, ভারতীয় যদি না হয় তাহলে ভাবো ওটা কি তোমার দরকার আছে? যদি প্রয়োজন থাকে তখন ভারতীয় না হলেও তুমি কিনতে পারো। যে জিনিস লোকালে পাবে সেই জিনিস বাইরে থেকে কিনবে না। যদি লোকালের জিনিস না পাওয়া যায় তবে দেশে পাওয়া যাচ্ছে কিনা দেখুন। দেশে তৈরি জিনিস না পেলে তবেই বিদেশে তৈরি জিনিস কিনুন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন "বাহির হইতে আঘাত পাইতে পারি,বল পাইতে পারি না, নিজের বল ছাড়া বল নাই, ভারতবর্ষ যেখানে নিজ বলে প্রবল, সেই স্থানটি যদি আমরা আবিষ্কার ও অধিকার করিতে পারি তবে মুহুর্তের মধ্যে আমাদের সমস্ত লজ্জা অপসারিত হইয়া যাইবে। আমরা আবার নতুন ভারতবর্ষ গড়ার সংকল্প দেখতে পাবো"।

আজ প্রধানমন্ত্রীর মাধ্যমে আমরা আমাদের সমস্ত লজ্জা অপসারণ করেছি, আমরা আমাদের সেই বলটার স্থান খুঁজে পেয়েছি VOCAL FOR LOCAL– 'আত্মনির্ভর ভারত'। সেই সংকল্পকে নিচের দিকে পৌঁছনোর দায়িত্ব আমাদের সমস্ত কার্যকর্তার।

● 'আত্মনির্ভর ভারত' অভিযানে কেন্দ্র সরকার দ্বারা গৃহীত পদক্ষেপ :

দেশের মাননীয় প্রধান মন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, বিশ্বায়নের এই পৃথিবীতে আত্মনির্ভরতার সংজ্ঞা বদলে গেছে। তিনি এবিষয়ে ব্যাখ্যা করে বলেন, দেশ যখন স্বনির্ভরতার কথা বলে, তা আত্মকেন্দ্রীকতা থেকে আলাদা। সারা বিশ্বকে একটি পরিবার হিসেবে ভাবাই ভারতীয় সংস্কৃতি, ভারতের প্রগতির অংশীদার হবে গোটা বিশ্ব। তিনি বলেন, সারা বিশ্ব মানে মনে করে সমগ্র মানবজাতির উন্নয়নে নতুন ভারতের প্রচুর অবদান থাকবে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, আত্মনির্ভর ভারত দাঁড়িয়ে থাকবে পাঁচটি স্তম্ভের উপরে। এগুলি হল-

১) অর্থনীতি, যা শুধুমাত্র ক্রমবর্ধমান পরিবর্তনেই আনবে না, প্রয়োজনীয় উচ্চতায়ও পৌঁছাবে। (Economy)

২) পরিকাঠামো, যা হবে নুতন ভারতের পরিচয়। (Infrastructure)

৩) ব্যবস্থা - একবিংশ শতাব্দীর প্রযুক্তি নির্ভর ব্যবস্থাপনা। (System)

৪) প্রাণবন্ত জনসাধারণ - যা হবে আত্মনির্ভর ভারতের শক্তির প্রধান উৎস। (Demography)

৫) চাহিদা - আমাদের যে চাহিদা রয়েছে তা সরবরাহ শৃঙ্খলের পূর্ণ ক্ষমতার মাধ্যমে পূরণ করা হবে। তিনি সরবরাহ শৃঙ্খলের সঙ্গে সংশিষ্ট সব পক্ষকে আরো শক্তিশালী করে তোলার উপর জোর দেন যাতে সব চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হয়। (Demand Supply Chain)

আজ পৃথিবী নতুন বাণিজ্যিক মডেলের সন্ধান করছে। যৌবনদৃপ্ত ভারত তার উদ্ভাবক চরিত্রের কারণে আজ সুপরিচিত এবং সেই বিন্দু থেকে আজ এক নতুন কর্মসংস্কৃতির বিষয়ে নেতৃত্ব দিতে প্রস্তুত।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই নতুন বাণিজ্য এবং কর্মসংস্কৃতি আজ এমন এক জায়গায় দাঁড়িয়ে, যাকে আমরা ইংরেজি ভাষার ভাওয়েল (স্বরবর্ণ)-এর সঙ্গে তুলনা করতে পারি। ভাওয়েল ছাড়া যেমন কোনও শব্দ গঠন সম্ভব নয়, তেমনই কোভিড-উত্তর বিশ্বে তা হয়ে দাঁড়াতে পারে যে কোনও বাণিজ্য মডেলের একান্ত উপাদান। A (এ), E (ই), I (আই), O (ও), U (ইউ) - এই পাঁচটি ভাওয়েলের মডেলে আমরা বিষয়টিকে সাজাতে পারি।

Adaptability : (গ্রহণযোগ্যতা)

সহজে যাতে এই ব্যবসায়িক জীবন যাপন সংক্রান্ত মডেল গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে, এই মুহূর্তে সেটা দেখা জরুরি। এর দ্বারা যে কোনও সংঙ্কটের সময়ে কোনও জীবনহানি না ঘটিয়ে আমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য, দফতর ইত্যাদি যাতে দ্রুততর ভাবে কাজ করতে পারে, তা নিশ্চিত করা যায়। ডিজিটাল লেনদেনের বিষয়টি এই গ্রহণযোগ্যতার সব থেকে বড় উদাহরণ। বড় থেকে ছোট দোকানদারের ডিজিটাল মাধ্যমে নির্ভর করা প্রয়োজন, যাতে সঙ্কটের সময়েও ব্যবসা বন্ধ না হয়ে যায়। এর মধ্যেই ভারত ডিজিটাল লেনদেনে এক উৎসাহব্যঞ্জক প্রবাহকে প্রত্যক্ষ করেছে।

আর একটা উদাহরণ টেলিমেডিসিন। ডাক্তারখানা বা হাসপাতালে না গিয়েও চিকিৎসা সংক্রান্ত পরামর্শ যে নেওয়া যায়, তা আমরা আজ দেখতে পাচ্ছি। এটা অবশ্যই একটা ইতিবাচক দিক। আমরা আশা করতে পারি, বিশ্বে টেলিমেডিসিনকে এই বাণিজ্যিক মডেলগুলিও সাহায্য করতে চলেছে।

Efficiency : (দক্ষতা)

সম্ভবত এই সময়েই আমরা দক্ষতা-র অন্য অর্থকে কল্পনা করতে পারি। আমরা কতক্ষণ অফিসে সময় কাটালাম, দক্ষতা নিশ্চয়ই তার উপরে নির্ভর করে না। আমরা সেই সব মডেলের কথা ভাবতে পারি, যেখানে প্রচেষ্টার বাইরের চেহারার চাইতে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হল উৎপাদনশীলতা আর দক্ষতা। দক্ষতার অর্থ হওয়া উচিত একটা নির্দিষ্ট সময়রে মধ্যে কোনও কাজ শেষ করার ক্ষমতা।

Inclusivity : (অন্তর্ভুক্তিকরণের ক্ষমতা)

আমরা সেই সব বাণিজ্যিক মডেল গড়ে তুলতে উদ্যোগ নিই, যা দরিদ্র মানুষকে তার সঙ্গে সংযুক্ত করতে পারবে, যুক্ত করতে পারবে দুর্বল মানুষকে, যুক্ত করতে পারবে আমাদের এই গ্রহকেও। জলবায়ুগত পরিবর্তনের সঙ্গে লড়াই করার ক্ষেত্রে আমরা যথেষ্ট অগ্রগতির পরিচয় দিয়েছি। প্রকৃতি তার বিশালত্বকে আমাদের সামনে উন্মোচিত করেছে, আমাদের দেখিয়েছে যখন মানুষের কর্মকাণ্ড অপেক্ষাকৃত ধীর, তখন কত দ্রুত প্রকৃতি তার কাজ করে যেতে পারে। এই গ্রহের পরিবেশের উপর মানবিক ক্রিয়াকাণ্ডের প্রভাব কমাতে উপযুক্ত প্রযুক্তি এবং অভ্যাসগুলিকে নির্ণয় করতে হবে-এটা এই সঙ্কট আমাদের শেখাল।

কোভিড-১৯ অতিমারি আমাদের এ কথা বোঝাতে সমর্থ হয়েছে যে, কম খরচে স্বাস্থ্য বিষয়ক সমস্যার সমাধান কতটা প্রয়োজন। সভ্যতার সার্বিক কল্যাণ ও স্বাস্থ্য সংরক্ষণের ব্যাপারে বিশ্বের উদ্যোগগুলির সামনে ভারত আজ পথপ্রদশকের ভূমিকা নিতে পারে। আমাদের উচিত এমন সব আবিষ্কারে অর্থ বিনিয়োগ করা, যাতে আমাদের কৃষকরা তথ্য, যন্ত্র ও বাজারকে হাতের মুঠোয় পেতে পারেন। পরিস্থিতি যেমনই হোক, আমাদের নাগরিদের কাছে যেন নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের জোগান অব্যাহত থাকে।

Opportunity : (সুযোগ)

প্রতিটি সঙ্কটই কিছু সুযোগকে সামনে নিয়ে আসে। কোভিড-১৯ তার ব্যতিক্রম নয়। আমরা বরং সেই সব সুযোগ বা উন্নয়নের ক্ষেত্রগুলিকে চিহ্নিত করে মূল্যায়িত করে রাখতে পারি এই মুহূর্তে। প্রতিযোগিতার বাইরে গিয়েই ভারত কোভিড-উত্তর বিশ্বে এগিয়ে থাকতে পারে। সেই দিকে আমরা ভাবি, যাতে আমাদের জনশক্তি, আমাদের দক্ষতা, আমাদের সামর্থকে ব্যবহার করে আমরা সেই জায়গায় পৌঁছতে পারি।

Universalism : (সর্বজনীনতা)

কোভিড-১৯ হানা দেওয়ার আগে জাত, ধর্ম, বর্ণ, সম্প্রদায়, ভাষা অথবা সীমান্তকে বিচার করেনি। তার প্রত্যুত্তরে আমাদেরও ঐক্যবদ্ধ থাকা প্রয়োজন, ভ্রাতৃত্ববোধের উপর সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। আমরা এই পরিস্থিতিতেও একত্রেই রয়েছি।

প্রধানমন্ত্রী ১২মে ২০২০ করোনা মহামারীর বিরুদ্ধে লড়ার জন্য দেশের মোট জিডিপি'র প্রায় ১০ শতাংশ অর্থাৎ মোট ২০ লক্ষ কোটি টাকার বেশী আত্মনির্ভর ভারতের জন্য প্যাকেজ ঘোষণা করেছেন। দেশের অর্থমন্ত্রী শ্রীমতী নির্মলা সীতারমন ১৩মে থেকে ১৭মে এই পাঁচদিন প্রতিটি ক্ষেত্রের জন্য আলাদা আলাদা ভাবে তার বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। এই প্যাকেজ কেবলমাত্র কোভিড-১৯ এর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ভারতকে এগিয়ে রাখাই নয় এক আধুনিক ভারতের, শক্তিশালী ভারতের পরিচয়ও বহন করবে। আত্মনির্ভর ভারত অভিযানের ঘোষণার দের-দুমাসের মধ্যেই আত্মনির্ভর ভারতের বিস্তার ও প্রভাব সমাজের বিভিন্ন স্তরে অনুভূত হচ্ছে।

● **আত্মনির্ভর ভারতের পথে কয়েকটি পদক্ষেপ :**

● MSME (Micro Small Medium Enterprises)–**সূক্ষ, লঘু, মধ্যম উদ্যোগের জন্য আর্থিক প্যাকেজ**–আত্মনির্ভর ভারতের অভিযানে সূক্ষ, লঘু ও মধ্যম স্তরের শিল্পের কল্যাণ ও রোজগার সৃজনের জন্য তিন লক্ষ কোটি টাকার কোলাটরেল ফ্রী লোন (Collateral Free Lone) (কোন গ্যারেন্টী ছাড়া সহজ শর্তে যে লোন পাওয়া যায়) ঘোষণা করেছেন। এখনও পর্যন্ত প্রায় অর্ধেক টাকা ঋণ দেওয়া হয়েছে।

● চাপের কাছে MSME দের নতি স্বীকার করতে যাতে না হয় তার জন্য এই প্রকল্পে অতিরিক্ত কুড়ি হাজার কোটি টাকার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। (ডিসট্রেস এসেটস ফান্ড-সাব অর্ডিনেট Debt for MSME)

● **MSME তেও পরিসেবার পরিভাষার পরিবর্তন** - সূক্ষ উদ্যোগ ও সেবা ক্ষেত্রে কর্মরত প্রতিষ্ঠানগুলির জন্য বিনিয়োগের সীমা ৫ কোটি ও ১ কোটি করা হয়েছে।

● ২০০ কোটি টাকা পর্যন্ত কাজের ক্ষেত্রে কোনও গ্লোবাল টেন্ডার করার অনুমতি দেওয়া হবে না। এতে দেশীয় শিল্পগুলি নিজেদের ব্যবসা বাড়াবার সুযোগ পাবে।

● **প্রধানমন্ত্রী গরীব কল্যাণ যোজনা:**

গ্রামের গরীব, কৃষক, মজদুর এদের সহযোগিতার জন্য প্রধানমন্ত্রী ১.৭০ লক্ষ কোটি টাকার যোজনা ঘোষণা করেছেন এর মধ্যে প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধির অগ্রিম ১৭ হাজার ৮৯০ কোটি টাকা ৮ কোটি ৭০ লক্ষ কৃষকের একাউন্টে জমা হয়ে গেছে।

জনধন যোজনার মহিলাদের একাউন্টে প্রতিমাসে ৫০০ টাকা করে তিন মাসের জন্য দেওয়া হয়েছে। ৮ কোটির বেশী মহিলাকে তিনটি গ্যাস সিলেন্ডার ফ্রীতে দেওয়া হয়েছে। একই ভাবে সামাজিক নিরাপত্তা যোজনায় দিব্যাঙ্গ, বিধবা এবং বৃদ্ধদেরও একহাজার টাকা আর্থিক সহায়তা দেওয়া দেওয়া হয়েছে।

প্রকল্প	মোট লাভার্থী	প্রদেয় অর্থ
১. প্রধানমন্ত্রী কৃষি সম্মান নিধি	৮.৭০ কোটি	১৭,৮৯০ কোটি টাকা
২. মহিলা জনধন একাউন্ট	২০ কোটি	৩০,৬১১ কোটি টাকা
৩. সামাজিক নিরাপত্তা পেনশন	৩ কোটি	৩০০০ কোটি টাকা
৪. উজ্জ্বলা গ্যাস	৮.১৯ কোটি	১৩০০০ কোটি টাকা
মোট	**৩৯.৮৯ কোটি**	**৬৪,৫০০ কোটি টাকা**

অর্থাৎ এই যোজনায় মোট ৩৯ কোটি ৮৯ লক্ষ মানুষকে ৬৪ হাজার ৫০০ কোটি টাকা সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

● **প্রধানমন্ত্রী গরীব কল্যাণ অন্ন যোজনা :**

দেশের ৮০ কোটি গরীব, প্রবাসী মজদুরদের লকডাউনের সময় সহায়তার জন্য তিন মাসের রেশন ফ্রীতে দেবার কথা ঘোষণা করেছিলেন যেটা এখন আরও বাড়িয়ে নভেম্বর অর্থাৎ কালিপূজা, ছটপূজা পর্যন্ত করা হয়েছে। ৫ কিলোগ্রাম চাল বা গম এবং এক কিলোগ্রাম ডাল ফ্রিতে দেওয়া হবে। এর জন্য অতিরিক্ত ৯০ হাজার কোটি খরচ হবে। অবশ্য আগেই অন্নপূর্ণা যোজনা চালু ছিল।

● **এক দেশ এক রেশন কার্ড :**

প্রবাসী মজদুরদের জন্য একদেশ এক রেশন কার্ড চালুকরার ব্যবস্থা মোদী সরকার করার চেষ্টা করছেন যার মাধ্যমে দেশের যে কোন স্থান থেকে যেকোন স্থানের মানুষ নিজের রেশন নিতে পারবেন। এই ব্যবস্থা ২০২১ এর মার্চের মধ্যে সমস্ত দেশে শুরু হয়ে যাবে।

● **মনরেগা - (মহাত্মা গান্ধি ন্যাশনাল রুরাল এমপ্লয়মেন্ট গ্যারেন্টি অ্যাক্ট) :**

মনরেগা যোজনার (১০০ দিনের কাজ) রোজগার বাড়াবার জন্য অতিরিক্ত ৪০ হাজার কোটি টাকা বরাদ্ধ করা হয়েছে যা আগের থেকে ৬৬ শতাংশ বেশী। মনরেগার আর্থিক বাজেট ৬১ হাজার কোটি টাকার বেশী ছিল কিন্তু এখন তা একলক্ষ কোটি টাকার অধিক। কেন্দ্রীয় গ্রামীর বিকাশ মন্ত্রকের বাজেট এখন ১ লক্ষ ৯৬ হাজার কোটি টাকা। কেবলমাত্র শ্রমিকদের দৈনিক মজুরী বৃদ্ধিই নয় এর মাধ্যমে বর্ষার সময় শ্রমিকরা যাতে সহজে কাজ পায় তার জন্য নিয়মেরও সংশোধন করা হয়েছে।

● **গরীব কল্যাণ রোজগার যোজনা :**

গ্রামে গ্রামে স্থায়ী কর্মসংস্থান প্রকল্প ও রোজগার বৃদ্ধির লক্ষে ২০ জুন ২০২০ প্রধান মন্ত্রী গরীব কল্যাণ যোজনা শুরু করেছেন। এর মাধ্যমে ৬টি রাজ্যের ১১৫ টি জেলার প্রবাসী শ্রমিকদের জন্য ১২৫ দিনের কাজের সহায়তা প্রকল্প শুরু হয়েছে। এই প্রকল্পে ৫০ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে।

● **কিসান ক্রেডিট কার্ড :**

কেন্দ্রের মোদী সরকার কৃষকদের কল্যাণে অনেকগুলি প্রকল্প গ্রহণ করেছে যার মধ্যে উল্লেখ যোগ্য কিসান ক্রেডিট কার্ড।

৩০জুন ২০২০ পর্যন্ত ৭০,৩২ লক্ষ কিসান ক্রেডিট কার্ড ইস্যু করা হয়েছে। তার জন্য ৬২,৮৭০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। সরকারের লক্ষ্য ২.৫ কোটি কিসানকে ২ লক্ষ কোটি টাকা পর্যন্ত ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা যার মাধ্যমে মৎসজীবি এবং পশুপালন ক্ষেত্রও উপকৃত হবে।

● **স্পেশাল লিকুইডিটি ফেসিলিটি :**

এর মাধ্যমে ৩০ হাজার কোটি টাকা ঋণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এরমাধ্যমে ৩ কোটি ছোট ও প্রান্তিক চাষী উপকৃত হবেন।

● **এক দেশ এক বাজার :**

এই আইনের সংশোধনের ফলে কিসান দেশের যে কোন স্থানে তার উৎপাদিত ফসল বিক্রয় করতে পারবে। এর ফলে কৃষক তার নিজের পছন্দ মতো বাজার খুঁজে নিতে পারবে। ইলেকট্রনিক প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে কিসান তার উৎপাদিত পণ্য বিক্রয় করে লাভ করতে পারবে। এরজন্য কোনও কর দিতে হবে না।

● **উৎপাদিত পণ্যের সমর্থন মূল্য (MSP) :**

কৃষকের উৎপাদিত ফসলের উৎপাদন মূল্যের কমপক্ষে দেড়গুণ নুন্যতম সমর্থন মূল্য দেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

● **প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে 'মেক ইন ইন্ডিয়া' :**

প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে ' ডিফেন্স এক্সজিবিশন কাউন্সিল' ৩৮ হাজার কোটি টাকা বরাদ্ধ করেছে যার মধ্যে ৩১১৩০ কোটি টাকা ভারতীয় শিল্পের মাধ্যমে খরচ করা হবে। রকেট লঞ্চার সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে দেশীয় উৎপাদনের উপর বিশেষ ভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তেজসের মত হাল্কা যুদ্ধ বিমান, গোলা বারুদের মত বিশেষ প্রয়োজনীয় উৎপাদন, বুলেট প্রুফ জ্যাকেট, এইগুলির দেশেই উৎপাদিত হচ্ছে, ১০০টি দেশে তা রপ্তানী করা হচ্ছে।

● **মহাকাশ গবেষণা :**

২৪ জুন ২০২০ কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা ভবিষ্যতে মহাকাশ গবেষণার পথ অন্য সংস্থাগুলির জন্য খুলে দিতে বর্তমান নিয়মের পরিবর্তন করেছেন। ব্যক্তিগত উদ্যোগে রকেট ও উপগ্রহ তৈরী করার জন্য এবং তা মহাকাশে উৎক্ষেপনের কাজ যাতে সংস্থাগুলি করতে পারে এই নিয়মে তার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

PM Street Vendor's
AtmaNirbhar Nidhi
(PM SVANidhi)
https://pmsvanidhi.mohua.gov.in/

A Special Micro-Credit Facility for Street Vendors

১। এই প্রকল্পটা কি?

এটা একটি কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্প যাতে করে লকডাউন উঠে যাওয়ার পর বা লকডাউনের শর্তগুলো সহজ হওয়ার পরে রাস্তার ছোট দোকানিরা তাদের জীবিকা নির্বাহের জন্য মূলধন সহজ শর্তে সরকারের কাছ থেকে পেতে পারে।

২। প্রকল্পের যুক্তি কি ?

Covid 19 মহামারী এবং তার পরবর্তীকালে লকডাউন এই সমস্ত ছোটখাটো ব্যবসায়ীদের জীবন জীবিকার উপরে বিরূপ প্রভাব পড়েছে। এই সমস্ত ছোটখাটো ব্যবসায়ীরা যাদের মূলধন কম তারা এই লকডাউন এর সময় তাদের মূলধন সম্ভবত ব্যবহার করে ফেলেছে। তাই এই প্রকল্পটি ছোট ব্যবসায়ীদের জন্য মূলধন সহজ শর্তে ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে কেন্দ্রীয় সরকার।

৩। এই প্রকল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো কি কি?

ক) সহজ শর্তে ১০০০০/- টাকা পর্যন্ত মূলধনী ঋণ।

খ) সময়মত ঋণ পরিশোধের জন্য ঋণগ্রহীতাদের উৎসাহ ভাতা প্রদান। (Incentive)

গ) লেনদেন ডিজিটাল পদ্ধতির মাধ্যমে কর এবং অতিরিক্ত উৎসাহ ভাতা দেওয়া। (ইনসেনটিভ স্কিম)

৪। এই প্রকল্পটির বিশেষ সুবিধা কি?

ক) সহজ শর্তে ১০০০০/- টাকা অব্দি প্রাথামিক কাজের মুলধনী ঋণের ব্যবস্থা।

খ) সময়মতো ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে ৭ শতংশ হারে ঋণ

গ) ডিজিটাল লেন দেনের ওপর মাসিক উৎসাহ ভাতা নগদ টাকার মধ্যে পরিশোধ।

ঘ) প্রাথমিক ঋণ সময়মতো পরিশোধ করলে আরও বেশি ঋণ পাওয়ার যোগ্যতার মাপকাঠি।

৫) এই প্রকল্পের প্রাথমিক লক্ষ্যাভেগী কে? (Primary Beneficiary)

শহরাঞ্চল বা গ্রামীণ ক্ষেত্রে রাস্তায় বসা ছোট দোকানিরা বা ফোরিওয়ালা যাঁরা ২৪ মার্চ ২০২০ সাল বা তার আগে থেকে এই কাজে যুক্ত আছেন।

৬) রাস্তায় বসা বিক্রেতা বা ফেরিওয়ালা কে?

যে কোনো ব্যক্তি (নিবন্ধ কৃত বা নেই) যাঁর অস্থায়ী কোন চালা আছে বা কেউ ঘুরে ঘুরে শাকসবজি, ফলমূল, খাওয়ার জন্য প্রস্তুত রাস্তার খাবার, চা, পকোড়া, রুটি, ডিম, টেক্সটাইল, পোশাক, কারিগর স্টেশনারি জিনিস, ইসমিটেশন গয়না, বই, খাতা এবং মুচি, নাপিত, পান দোকান, ধোপা ইত্যাদি পরিষেবা প্রদানকারি ব্যক্তি।

৭) ঋণ প্রদানকারী সংস্থা কে?

সমস্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক, গ্রামীণ ব্যাংক, ক্ষুদ্র অর্থব্যয় সমবায় ব্যাংক, নন-ব্যাংকিং আর্থিক সংস্থা, মাইক্রোফাইনান্স প্রতিষ্ঠান এবং SHG ব্যাংক।

৮) প্রকল্প এর মেয়াদ কত?

এই প্রকল্পটি ২০২২ সালের মার্চ অব্দি বাস্তবায়ন করা হবে।

উপভোক্তাদের জানার বিষয়

১) প্রাথমিক কাজের মূলধনের পরিমাণ কত?

প্রাথমিক কর্মক্ষম মূলধনের (Working Capital Loan) জন্য ১০০০০/-টাকা অব্দি এক বছরের মেয়াদে খণ দেওয়া হবে।

২) হকারি ব্যবসার জন্য আমার কাছে একটি পরিচয় পত্র বা শংসাপত্র রয়েছে। আমি কি ঋণের জন্য আবেদন করতে পারি?

আপনি কোনো ব্যাংকিং প্রতিবেদকের (বিসি) কাছে যেতে পারেন। মাইক্রো ফাইন্যান্স ইনস্টিটিউশনের এজেন্টের কাছে এবং মোবাইল আপের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন। আপনি Ministry of Housing and Urban Affairs এর ওয়েবসাইটে গিয়ে ও সমস্ত তথ্য পেতে পারেন।

https://pmsvanidhi.mohua.gov.in/

৩) আমি কিভাবে জানবো যে আমার নাম সার্ভে লিস্টে আছে।

এটি Ministry of Housing and Urban Affairs এর ওয়েবসাইটে গিয়ে পেতে পারেন।

৪) আমার নাম সার্ভে লিস্টে আছে অথচ আমার কোন আইডেন্টি কার্ড বা ব্যবসা করার জন্য কোন শংসা পত্র নেই। তাহলে আমি কি আবেদন করতে পারব?

হ্যাঁ। সেই ক্ষেত্রে আপনাকে অস্থায়ী ভিত্তিতে তথ্য প্রযুক্তি যুক্ত ব্যবস্থার মাধ্যমে একটি শংসাপত্র দেয়া হবে। এই ব্যাপারে আপনাকে ব্যাঙ্ক মিত্র বা এজেন্ট কিভাবে আবেদন করবেন সেই ব্যাপারে সাহায্য করবেন।

৫) আমি গ্রামে থাকি কিন্তু শহরে হকারি করি তাহলে কি আমি এই প্রকল্পের সুবিধা পাব। তার পদ্ধতি কি? অথবা

৬) আমি একজন শহরে থাকা হকার কিন্তু আমার নাম সার্ভে তালিকায় নেই তাহলে আমি কিভাবে এই প্রকল্পের সুবিধা পাব।

প্রকল্পটি একটি ভৌগোলিক সীমার মধ্যে উন্নয়নশীল শহর বা শহরঞ্চল এবং গ্রামাঞ্চলের এলাকার ছোট বা বড় শহরের জন্য প্রযোজ্য এবং যারা তালিকা ভুক্ত থেকে বাদ গেছেন এবং আপনি যদি এই ক্যাটেগরিতে পড়েন তাহলে নিম্নলিখিত কাগজগুলো দিলে আপনি শংসাপত্র পাবেন।

১) আগে কখনো ব্যাংক বা সরকারি কোন দপ্তর মানে NBFC/MFC থেকে এই ব্যবসা করার জন্য কোন লোন নিয়েছেন কিনা অথবা

২) আপনি যদি রাস্তায় হকারি করার জন্য NASVI,NHF,SEWA এই সমস্ত সমিতির সঙ্গে যুক্ত আছেন বা আপনি সদস্যতা গ্রহণ করেছেন, সেই ক্ষেত্রে আপনার সদস্যতার পুরো বিবরণ অথবা

৩) অন্য যে কোনো তথ্য সম্বলিত কাগজ যা প্রমাণ করে যে আপনি একজন হকার। অথবা যে কোন পঞ্চায়েত বা মিউনিসিপ্যালিটি বা কর্পোরেশন থেকে পাওয়া কোন শংসাপত্র যা আপনার পরিচয় পত্র কে সঠিক বলে দাবি করে। আপনি এই শংসাপত্র নিয়ে কোন ব্যাঙ্ক মিত্র বা এজেন্টের কাছে ঋণের জন্য আবেদন করতে পারেন।

৭) কি কি তথ্যাদি লাগবে KYC এর জন্য।

আপনি যেকোনো একটি কাগজ কেওয়াইসি জন্য ব্যবহার করতে পারে।

১) আধার কার্ড। (২) ভোটার আইডেন্টিটি কার্ড। (৩) ড্রাইভিং লাইসেন্স

৪) ১০০ দিনের জব কার্ড। (৫) প্যান কার্ড।

৮) এই মূলধনী ঋণে সুদের হার কত?

সুদের হার ৭ শতাংশ। সুদের সাবসিডি অর্থ আপনার একউন্টে সরাসরি চলে

যাবে এবং এটা ত্রৈমাসিককে একবার হবে। যদি সময়ের আগে পরিশোধ করে দেন বা মাসে মাসে আপানি ঠিক ঠিক সময়ে আপনার সুদের পরিমাণ জমা দেন তাহলে দশ হাজার টাকা লোন এর জন্য মোটামুটি ভাবে ৪০০ টাকা সুদে ছাড় পাবেন।

৯) আমাকে কি এই ঋণ পেতে গেলে কোন কিছু বন্দক হিসাবে রাখতে হবে?

না। কোনো সিকিউরিটি ডিপোজিট লাগবে না।

১০) ডিজিটাল লেনেদেন এর জন্য কি কমিশন আছে?

১) ৫০ টা সঠিক লেনদেনের জন্য ৫০ টাকা

২) পরবর্তী ৫০ লেনদেনের জন্য অতিরিক্ত ২৫ টাকা এবং পরবর্তী ১০০ সঠিক লেনদেনের জন্য অতিরিক্ত আরো ২৫ টাকা। প্রতিটি লেনদেন ২৫ টাকার বেশি হওয়া আবশ্যক।

১১) ভিজিটাল লেনদেনের ব্যাপারে আমার কোনো ধারণা নেই। আমি কি কোনো প্রশিক্ষণ পেতে পারি এর জন্য। ব্যাংক মিত্র বা MFI কে কোন এজেন্ট আপনার কাছে আসবে এবং তিনি আপনাকে সমস্ত কিছু দেখিয়ে দেবেন সঙ্গে সঙ্গে আপনাকে একটি ডেবিট কার্ড দেয়া হবে এবং একটি কিউ আর কোড QR Code সম্বলিত স্টিকার দেওয়া হবে।

১২) যদি কেউ সময়ে-অসময়ে আগে ঋণ পরিশোধ করে তাহলে কি কোন ইন্সেন্টিভ আছে?

হ্যাঁ। সেই ক্ষেত্রে দোকানদার বা হকার উর্ধ সীমার ঋণের জন্য যোগ্যতা অর্জন করবে।

১৩) যদি সময়ের আগে পুরো ঋণ শোধ দিয়ে দিই তাহলে কি আমাকে কোন পেনাল্ট দিতে হবে?

না।

১৪) এই প্রকল্পে ঋণ পাওয়ার ব্যাপারে আমি কিভাবে নিশ্চিত করতে পারি?

আপনি কোন CIG (Common Interest Group) এর সদস্য হতে পারেন যেটা পঞ্চায়েত বা কর্পোরেশন বা মিউনিসিপালিটি দ্বারা গঠিত বা কোন জয়েন্ট লাইবেলিটি গুরুপের সদস্য হতে পারেন যেটা ঋণ প্রদানকারী সংস্থা দ্বারা গঠিত।

১৫) এই সুবিধা পাওয়ার জন্য আমি কার কাছে যাব?

SHG, ALF অথবা CLF বা টোল ফ্রি নাম্বারে ফোন করতে পারেন।

১৬) আমি কি এর জন্য কোন পরিচয় পত্র পাবো?

হ্যাঁ। আপনার ঋণ পাওয়া নিশ্চিত হলে আপনাকে অস্থায়ী একটি কার্ড দেয়া হবে এবং ৩০ দিনের মধ্যে আপনাকে স্থায়ী পরিচয় পত্র দেওয়া হবে।

১৭) ঋণ পেতে গেলে আমাকে কতদিন অপেক্ষা করতে হবে।

পুরো পদ্ধতি একটি মোবাইলের অ্যাপ এবং ওয়েব পোর্টালের মাধ্যমে হবে। আপনি আপনার আবেদন কোন ধাপে আছে সেটা দেখতে পাবেন। আপনার সমস্ত কাগজ তথ্যাদি যদি ঠিক থাকে তাহলে ৩০দিনের কম সময়ে আপনি এই ঋণ পেতে পারবেন।

১৮) আমার অভিযোগ আমি কোথায় জানাতে পারবো?

আপনার যদি কোনো অভিযোগ থাকে তাহলে আপনি এখানে যোগাযোগ করুন -

Director (NULM)

Room No. 334-C Ministry of Housing & Urban Affaris. Nirman Bhawan.

Maulana Azad Road. New Delhi 110011

E_mail : neeraj.kumar3@gov.in

Tel : 011-23062850

● **ভোকাল ফর লোকাল :**

চতুর্থ পর্যায়ে দেশে লক-ডাউন ঘোষণার পূর্বে প্রধানমন্ত্রী জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণে ভোকাল ফর লোকালের কথা বলেছিলেন। করোনা পরিস্থিতিতে লড়াই ও দেশের অর্থনীতিকে আত্মনির্ভর করতে প্রতিটি দেশবাসীকে এই সংকল্প গ্রহণ করার আহ্বান জানিয়েছিলেন। এই পরিকল্পনার মাধ্যমে স্থানীয় উৎপাদনগুলিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এর ফলে স্থানীয় উৎপাদনের গুণমান বাড়াতে ও সেগুলি বাজারজাত করতে সহায়তার মাধ্যমে স্থানীয় ভিত্তিতে রোজগারের পথকে সহজ করবে যা আত্মনির্ভর ভারতের জন্য এক দৃঢ় পদক্ষেপ।